১/২০২

এখন আসি?

প্রে
২০২

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র রায় প্রণীত।

"মুক্তিমিচ্ছসি রে তাত!
বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ॥"

কলিকাতা।

৩৬৭ নং চিৎপুর রোড্ যোড়াসাঁকো।

ভারত যন্ত্রের প্রিণ্টার

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৩৪

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মহাশয় সমীপেষু।

মহাত্মন্!

প্রে
১০২

আপনি যৎকালীন মমালয়ে আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে মৎকৃত 'বন্ধূপন্যাস' পুস্তক খানি ভবদীয় করকমলে সমর্পণ করাতে কতইনা উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন? এবং আপনার সেই হিতগর্ভ বাক্যাবলী অদ্যাপিও মদীয় হৃদয়ে জাগরুক থাকায় পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বাক্যামৃতপানাশয়ে মন নিরতিশয় আকুলিত হইতেছে; কিন্তু ভাগ্যবশতঃ আর যে তাদৃশ সুখাস্বাদনে সমর্থ হইব, সে আশা দুরাশা মাত্র। তথাপি যৎসামান্য অয়স্খণ্ডও স্পর্শমণি সংযোগে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এই আশ্বাসে সম্প্রতি শেষ-বিদায়-সূচক "এখন আসি?" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

সম্বৎ ১৯৩৪

বলিহার।

আপনার

শ্রী কৃষ্ণেন্দ্র শর্ম্ম-

রায়।

উপক্রমণিকা।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবাণি দেহী॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের উপরোক্ত শ্লোকটীর ভাবার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চয় অনুমান হইতেছে যে, এই কর্ম্ম-ভূমি পরিত্যাগ করিতে জীবের কদাচ শক্তি নাই। যদিচ বেদাদিতে স্বারূপ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তির বিধান দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সুদূরপরাহত অনায়াস-লব্ধ নহে; বিশেষতঃ তন্মধ্যেও মহানির্ব্বাণ ভিন্ন অন্য ত্রিবিধ মুক্তিই যে নির্দ্দিষ্ট কালের অধীন, ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদিতে তাহার সম্পূর্ণই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং যদ্রূপ নট সকল নানা-বেশে নাট্যশালা হইতে বারম্বার যাতায়াত করিয়া দর্শক-বৃন্দকে নব নব আশ্চর্য্যানুভব করাইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে নানা যোনি পরিভ্রমণ করতঃ এই মায়াময় জগতে অভিনব বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। ফলতঃ জীব যে নিত্য পদার্থ, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় বোধ হইতেছে না; বরং জীবের নিত্যত্ব বিষয়ে

মহাত্মাগণও ভূরি ভূরি গ্রন্থ দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

অপিচ, আধুনিকী একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি স্থানান্তরিত সময়ে বন্ধুবর্গের নিকট "আসি" বলিয়া গমন করিয়া থাকেন। সে কথাটীর সহিতও প্রাগুক্ত শ্লোকের অন্বয় ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে; যেহেতু "আসি" অর্থাৎ সময়ান্তরে পুনরাগমন করিতেছি। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যখন আমরা অত্যল্পদিনের নিমিত্ত স্থানান্তর গমনসময়ে স্বজন-সমীপে "আসি" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকি, তখন ইহ জন্মের জন্য গমনকালে কি আত্মীয়দিগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করা সঙ্গত নহে? তবে গমনোদ্যত ব্যক্তির কতকগুলি সামান্য বাহ্যিক গমনোপযোগি-যান-বাহনাদি দ্রব্যের সহিত, তাহার গমন বিষয়ের নিশ্চয়াবধারণ হইয়া থাকে; কিন্তু যখন আমরা স্খলিতদন্ত, পলিত কেশ ও ললিত চর্ম্মাদি শেষগমনানুযায়ী দ্রব্যসকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তখন আর আমাদের সেরূপ সংশয় করিবার ত কোনই কারণানুমান হয় না। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি, "এখন আসি" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিলাম। কিন্তু বিদ্যা-বিহীন জনগণের এরূপ ইচ্ছা যে অবশ্যই হাস্যের কারণ হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ কি? কেবল "শূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্লন্তি সাধবঃ" মহাত্মামুখ-বিনিঃসৃত এই অপূর্ব্ব শ্লোকার্দ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সাহস পূর্ব্বক গ্রন্থখানি রচনার প্রতি যথাসাধ্য যত্ন প্রকাশে ত্রুটি করি নাই; কিন্তু এ অজ্ঞ ব্যক্তি যে তদ্বিষয়ে কতদূর

কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা বলিতে পারে না। এক্ষণে মহানুভব-পাঠকগণ কৃপাবলোকনে ক্রীড়াচ্ছলেও যদ্যপি বারেক পাঠ করেন, তাহা হইলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বামন ধরিল চাঁদে দেখি অন্ধ জন কাঁদে,
লোকে তাহা করে সুপ্রকাশ।

তদ্রূপ সম্ভব স্থল, বিনা বিদ্যা বুদ্ধি বল,
গ্রন্থ রচি লভি উপহাস॥
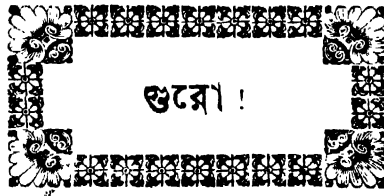
এখন আসি !

"গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ।"

তন্ত্রসার।

গুরো !

আপনি কৃপা পূর্ব্বক এ নরাধমের শ্রুতি-কুহরে যে একটী অতি শ্রুতি-মধুর সুবিমল সর্ব্ব-সুখাকর শান্তি-রসোদ্দীপক সুপবিত্র সুরত্নের গুণ-বিষয় কীর্ত্তন করতঃ তৎ-প্রাপ্ত্যুপায়ের সুপন্থাবলম্বনের যে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যদিচ হতভাগ্য তদুদ্দেশে গমনে কৃত-নিশ্চিত হইয়া পদমাত্র গমন করিয়াছিল, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ ছয় জন কুসঙ্গীর ছলনায় মতিচ্ছন্ন হইয়া, অহরহঃ কেবল এই মিথ্যা জগৎকে সত্য জ্ঞান করতঃ প্রলোভন বস্তু-সমূহে আকৃষ্ট-মনা হইয়া, নিরন্তর অসৎ পথানুসন্ধানেই ভ্রমণ করিয়াছে এবং মায়া রাক্ষসীর প্রতারণাতে ক্ষণ-ধ্বংসী জীবনকে চিরজীবী বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিল। সুতরাং তৎকালে সমুদায় দুষ্কার্য্যকেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। ঐহিক সুখের নিকট স্বর্গ-সুখও তুচ্ছ বোধ হইত; অবস্থানুযায়ী কুজনদিগের তোষামোদে বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া, স্বীয়

দেহের প্রতিও দৃষ্টি-পাত করি নাই; আজীবন একভাবেই গত হইবে মনে করিয়াছিলাম; কচিদপি মহাত্মাগণ-প্রমুখাৎ পারলৌকিক প্রস্তাব শ্রবণ করিলে, যুবত্বাভিমানে ভৌতিক বলিয়া উপহাস করিয়াছি; হিতাহিত-বিবেক-শূন্য হইয়া, সামান্য পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞান মাত্রই উপলব্ধ হইত; ভ্রমক্রমেও পরমার্থ-পথে পদার্পণ করি নাই; সংসারাশ্রমকেই সমস্ত আশ্রমের সারভূত মনে করিয়া, অসার পুত্রকলত্রাদিতে আসক্ত হইয়াছিলাম; পরিবার পোষণার্থে অসদনুষ্ঠানে কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কোচানুভব হইত না; স্বার্থ সাধনার্থ অতি নিকৃষ্ট কার্য্য হইলেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত; সুতরাং পরস্বাপহরণ, পরদারামর্ষণ, অসত্য-কথন প্রভৃতি মহাপাতকাদিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হই নাই। অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া যদি কথঞ্চিৎ লভ্যের প্রত্যাশা থাকিত, তাহা হইলেও তৎকার্য্যে বিরত থাকিতাম না; পর-শ্রী দর্শনে সর্ব্বক্ষণ তাহার অনিষ্ট-চিন্তায় চিন্তিত থাকিতাম; আত্ম-সুখ ভিন্ন অন্যের সুখ-সন্তোষ নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান হইত; স্ব-দোষাপহরণ মানসে মধ্যে মধ্যে ভাক্ত ব্রহ্মচারীর ন্যায় কৃত্রিম ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সাধারণের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতাম।

এতদ্ব্যতীত অপেয় পান, অভক্ষ্য ভোজন ও মাদকদ্রব্য-সেবন করাই জীবনের সার্থক বলিয়া উপলব্ধি হইত; অনাহূত ব্যক্তিকে নিরর্থক আন্তরিক কষ্ট প্রদান করিয়া প্রমোদানুভব করিয়াছি; বিপদ্‌গ্রস্ত শরণাপন্ন ব্যক্তিকেও মর্ম্ম-বেদনা দিতে লজ্জিত হই নাই; কার্য্যানুরোধে নানারূপ

কৌশলে ঋণ গ্রহণ করিয়া অম্লান-চিত্তে শপথ পূর্ব্বক, তাহা অস্বীকার করিয়াছি; অভীষ্ট-সিদ্ধি নিমিত্ত বিবিধ কপটাচরণ করিয়া, বিষকুম্ভ পয়োমুখের ন্যায় অন্যের নিকট অবিশ্বাস্য ছিলাম না; অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে অতি ঘৃণিত কার্য্য হইলেও পরাঙ্মুখ হই নাই; অনুকরণ-বৃত্তিগুলিকেই সভ্যতা বলিয়া জ্ঞান করিতাম; শাস্ত্রবিশেষের আবশ্যকীয় কতিপয় শ্লোকমাত্র অভ্যাস করিয়া লোকের নিকট সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বলিয়া ভ্রম জন্মাইতাম; সদুত্তর হউক্ বা না হউক্, অন্যে উপহাস করিলেও নির্লজ্জতা প্রভাবে কি বৈজ্ঞানিক, কি ঐতিহাসিক, কি রাসায়ণিক, উপস্থিত সহকারে সকল প্রস্তাবেরই উত্তর প্রদান করিতাম; অপমানাদি সহ্য করিয়া প্রভুত্ব দর্শাইবার নিমিত্ত অগম্য স্থান হইলেও, গমনে সঙ্কোচ করি নাই; নিরন্তর বিষয়ানুশীলনে মতি-ভ্রষ্ট হইয়া, কেবল অধোগতিরই উন্নতি সাধন করিয়াছি; ব্যসন সমুদয়ই আত্মোন্নতির প্রাধান্যরূপে পরিগণিত হইত; আত্ম-প্রশংসা শ্রবণে লজ্জিত না হইয়া বরং তদ্বাক্যের পোষকতা করিয়াছি; দুষ্কার্য্য দ্বারা বারম্বার তিরস্কৃত হইয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হই নাই; চতুর্দ্দিক্ হইতে আত্ম-নিন্দা শ্রবণে ক্ষোভিত না হইয়া নিরন্তর হাস্যাননে তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি; সাধারণের সহিত অপ্রিয়াচরণই স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছিল; কাপুরুষ হইয়া অন্যের নিকট বীর-পুরুষ বলিয়াই বাহ্বাস্ফোট করিয়াছি; এমন কি, অন্য কর্ত্তৃক প্রহারিত হইলেও অন্তঃপুরচারিণী রমণাদিগের নিকট "অমুককে প্রহার করিয়াছি" বলিয়া অম্লানচিত্তে শ্লাঘা প্রকাশ করিতাম; আত্ম-

ছিদ্র গোপন করতঃ পরচ্ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইয়াছিলাম; পৈতৃক ক্রিয়াকলাপাদির ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া তদ্দ্বারা বিলাসাধিক্যই করিয়াছি; সৎকার্য্য সম্বন্ধে কপর্দ্দক ব্যয়ও সহ্য হইত না, অথচ অসৎকার্য্যে সম্ভবাতিরিক্ত অর্থ-নাশ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই; প্রাণোপম সহোদর সহোদরাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ সাধন মানসে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিতান্ত অঘটন হইলে, জাত ক্রোধ প্রযুক্ত সুযোগানুসন্ধানে তাহাদের জাতি প্রাণের প্রতিও ব্যাঘাত জন্মাইতে ত্রুটি করি নাই; সুসময়ে, লজ্জা-পরিশূন্য হইয়া পরিচিত ব্যক্তিকেও অপরিচিতের ন্যায় তাহার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছি; বৃথা আমোদ আহ্লাদে অনুরক্ত প্রযুক্ত ধর্ম্মকার্য্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাতও করি নাই; ধার্ম্মিকগণের অবমাননা করতঃ নিরন্তর কাল বিধর্ম্মীদিগের দলবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছি; যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য্যই বিধি-বৈধ বলিয়া উপলব্ধ হইত, স্বপ্নেও সৎসঙ্গ লাভে সচেষ্ট হই নাই; ঈশ্বরগুণানুবাদ শ্রবণ করিলে, বক্তাকে অজ্ঞ বলিয়া তদ্বাক্যের অসত্যতা প্রমাণার্থ বিবিধ কৌশল বিস্তার করিয়াছি; উৎকোচ গ্রহণে অসত্যকে সত্য জ্ঞান করাইয়া, অন্যের অপকার করতঃ প্রভুর যশঃ গৌরবের লাঘব করিয়াছি।

আর্য্য! এ দুরাত্মা কর্ত্তৃক যে সমুদয় অকীর্ত্তি-কর কার্য্যকলাপ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশমাত্র বর্ণিত হইল, ইতোধিক অব্যক্ত বিষয়সকল স্মরণ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ ও কণ্ঠ অবরোধ হইতেছে, স্থূলতঃ পাপাত্মাদিগের দ্বারা অকার্য্য মাত্রই অকরণীয় থাকে না, যেহেতু দেহ ক্রমশঃ

পাপ-ভারাক্রান্ত হইলে, কেবল তামসিক বুদ্ধিরই প্রাখর্য্য হইয়া থাকে। কি আক্ষেপ! কালের হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই; কি ধনী, কি নির্ধনী, কি পাপী, কি নিষ্পাপী, কালের নিকট সকলেরই দর্প চূর্ণ হইয়া থাকে, দুরাচার যে ক্ষণভঙ্গুর-দেহ-গৌরবে উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন পূর্ব্বক বিবিধ বাহ্য-সঙ্কটোত্তীর্ণ হইয়া, অপার-পাপ-সঙ্কটে পতিত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করাতে অধুনা দেহ-ভার বহনও বিড়ম্বনামাত্র হইয়া উঠিয়াছে। হায়! অনবরত যে সকল কুকার্য্য করিয়া মনের কিছুমাত্র তৃপ্তি সাধন না হওয়া প্রযুক্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছি, অদ্য তাহা স্মৃতিপথে আরূঢ়মাত্রই কেন অন্তরাত্মা দগ্ধীভূত হইতেছে? কি পরিতাপ! ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য হেতু কিঞ্চিন্মাত্রও চেতনা-লাভ করি নাই। অধুনা শিথিলেন্দ্রিয়তাই বুঝি অনুতাপের কারণ হইয়াছে? হায়! অর্থই জগতের অনর্থের মূল বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, যদিচ সদুপার্জ্জিত অর্থ সদুদ্দেশে ব্যয় করিলে সৎপ্রবৃত্তির আধিক্য সম্ভব হউক্, কিন্তু ইতস্ততঃ যে সমস্ত লোমহর্ষণ অকীর্ত্তিকর কার্য্যের সীমা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার অধিকাংশ ভাগই অর্থ দ্বারা সম্পাদিত; অস্মদাদি অর্থ-লোলুপ হইয়াই যাবতীয় ঘৃণিত কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি। অর্থই সর্ব্বনাশের কারণ-স্বরূপ। ধনীগণ যাদৃশ অসদনুশীলনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, নির্ধনী তাহার সহস্রাংশ সাধনেও সক্ষম নহে; বিশেষতঃ যখন আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়াও ভ্রমাত্মিকা-বুদ্ধি দ্বারা সর্পের রজ্জুত্বোৎপাদনে কৃতনিশ্চয় হইয়া যে সম্বন্ধাবদ্ধ হইতেছি, অর্থই

তাহার মূলীভূত। অর্থ কর্ত্তৃকই লোকের অবস্থার উন্নতি অবনতি হইয়া থাকে; অর্থের দাস পুরুষ ভিন্ন পুরুষ কখন পুরুষের দাস নহে; যৎকালীন দুরদৃষ্ট উপার্জ্জন-ক্ষম ছিল, তৎকালীন যাহারা তৎকার্য্যমাত্রেরই প্রশংসা পূর্ব্বক উৎসাহ প্রদান করিয়াছে, কৈ? এখনত তাহারা ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিপাত করিতেছে না? বরং জরা কর্ত্তৃক বিকৃতাঙ্গ দৃষ্টে অনর্হ-কর্ম্মা মনে করিয়া, সকলেই যে স্ব স্ব ইষ্ট সাধন পুরঃসর নিশ্চন্তান্তঃকরণে উপবিষ্ট আছে। হায়! সময়ক্রমে পুত্রও আপন যোগ্যতানুভব করতঃ আমাকে উপেক্ষা করিতেছে; অর্দ্ধাঙ্গিনী মায়াপিশাচী ভার্য্যাও "পুত্রের জননী" এই গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া, গৃহকর্ত্রীরূপে অন্যের নিকট বৃদ্ধ স্বামীর নানারূপ কুৎসা প্রকাশ করিয়া সতত তিরস্কার ও ঈশ্বর-সমীপে তাহার মৃত্যু কামনা করিতেছে; উচ্ছিষ্টভোজীরা এক্ষণে আর কেহই আমার কষ্টাংশ গ্রহণ করিতেছে না; কেবল আমিই অধুনা কায়িক ও মানসিক অসহ্যকর ক্লেশে নিপতিত হইয়াছি! নৈসর্গিক জরাই যে মনোবেদনার কারণ, তাহা কদাচই সম্ভব হইতে পারে না; স্বদ্ধ স্বীয় দুষ্কর্ম্মজনিত পাপ-রাশি স্মরণ হওয়াতেই বাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় নিরন্তর অন্তর্দ্দাহে দগ্ধীভূত হইতেছি; কালে ভিন্ন অকালে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না; যদিচ ভ্রমসূচক বিষয়াদি আশু হেয় রূপে মনে জাগরিত হইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা কেবল অনুতাপমাত্রই সার হইল; কর্ম্ম সমাধা করিয়া মনস্তাপ করিলে আর সুসার কি? অবশ্যই যে কৃত কার্য্যের শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে, তাহার

আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; সমুদায় কার্য্যই ইন্দ্রিয় দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না ; তবে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা যেমন বিনাশের কারণ, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয়তাও আবার ইষ্টসাধনের প্রধান উপায় ; স্থূলতঃ অবশেন্দ্রিয় হইলেই জীবগণ সমস্ত কার্য্যে অনধিকারী হইয়া, জীবনাবশেষকাল পর্য্যন্ত কেবল জড় পদার্থের ন্যায় উপলব্ধ হইয়া থাকে ; সুতরাং অস্মদের দুরদৃষ্টে তৎসমুদায়ই আশু সংঘটিত হইয়াছে।

হায় ! মনুষ্য-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, কেবল মনুষ্যত্ব বাক্যের অসত্যোৎপাদন করিলাম। পশ্বাদিও এ অপকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট ; কারণ, তাহারা আপন আপন সীমা পর্য্যন্তই গমন করিয়া থাকে ; এ নরপিশাচ কর্ত্তৃক অলঙ্ঘনীয় পথের কিছুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না ; অবশেষে যে এতাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ইহাত স্বপ্নেও কখন অনুধাবন করিতে সক্ষম হই নাই। রে নির্লজ্জ প্রাণ ! সেই চতুরাননার্চ্চিত অচিন্তনীয় চিন্তামণির পদপ্রান্তে বঞ্চিত হইয়া, এখন আর আকুল হইয়া কি করিবি ? আর কি তোর প্রিয় জনেরা এ দুঃসময়ে দুঃখভাগী হইবে ? না, যে দেহ-পুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত সতত ব্যস্ত-সমস্ত হইতে, তদ্দ্বারা কোন ফল দর্শিল ? বিশেষতঃ যে সম্পদাস্পর্দ্ধায় পৃথিবীকে গোষ্পদ বলিয়া মনে করিতে, তাহাতেই বা তোমার অস্তি-মের কি ফলোদয় হইল ? চিরদিন "আমার" "আমার" বলিয়া যে সতত চীৎকার করিতে, এখনত তোমার কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। পরে যে সমস্তই পরের হইবে, তাহা

ক্ষণকালের নিমিত্তও চিন্তা কর নাই। হে গুরো! এ ভাগ্য-হীন আর অধিক নিবেদনে সক্ষম হইতেছে না; এই দৃষ্টি করুন্—দেহস্বরূপ ভগ্নরথে শ্বেত-কেশ-পতাকা-সকল উড্ডীন হইতেছে, চঞ্চল-মন-তুরঙ্গম অপেক্ষা দেখিয়া ক্রমশঃ অবশ হইয়া পড়িতেছে; পাপরূপ সারথি কর্কশ স্বরে বারম্বার আহ্বান করিতেছে; সুতরাং সময় সামান্য হেতু ইহ জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি; স্বীয় দাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষ-পাতে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা পূর্ব্বক কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানরত্ন প্রদানে পাথেয় কষ্টের কথঞ্চিৎ দুঃখ দূর করুন্; আর বিলম্বের কাল নাই, তবে এখন আসি?

অমূল্য রতন, পেলে অন্ধ জন,
যেমতি না চিনে তাহা;

তেমতি যে আমি, গুরুদত্ত ধন
হেলায় হারানু আহা!

"পিতাচ গগনাদপি"

পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী।

পিতঃ!
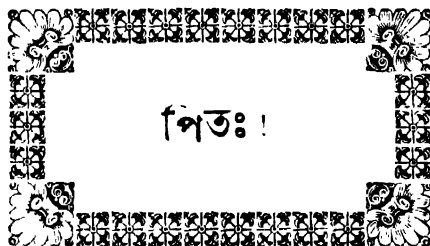
এ কুল-কুঠার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কেবল আপনার অকলঙ্কিত কুলটীকেই কলঙ্কিত করিয়াছে। পদ্মরাগ মণির খনি হইতে যে সামান্য উপলখণ্ড বহির্গত হইবে, ইহা আপনি স্বপ্নেও চিন্তা না করিয়া জননীর গর্ব্ভধারণ বার্ত্তাবগতে অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে ঈশ্বর নিকটে সতত পুত্র-কামনাই করিয়াছিলেন। পাপাত্মা ভূমিষ্ঠমাত্র পুত্র জনন-সংবাদে ইচ্ছানুরূপ ফললাভে অপার আনন্দানুভব করিয়া অকৃতজ্ঞের কল্যাণে অকাতরে কাঙ্গালগণকে ধনদান ও দ্বিজগণকে বিশিষ্টরূপে তুষ্ট করতঃ সকলের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন। অনন্তর পাপিষ্ঠের বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অপত্যস্নেহে মুগ্ধ হইয়া, ক্রোড়দেশে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিলেও হাস্যাননে দুর্গন্ধানুভব করিতেন না; সর্ব্বপ্রকারে মদীয় মঙ্গল-চিন্তাতেই লিপ্ত থাকিতেন; হতভাগ্য পীড়িত হইলে, চতুর্দ্দিক্ শূন্য বোধ করতঃ আহার নিদ্রা ত্যাগে কিসে আরোগ্য হইবে, নিরন্তর ইহাই চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেন; ঈশ্বরানুকূল্যে আবার সুস্থ দেখিলেই অমনি দীনহীনের চির-সঞ্চিত হারাধন প্রাপ্তির

ন্যায়, অতীব আহ্লাদ-সহকারে বারম্বার মুখ-চুম্বন করিতেন এবং নানারূপ কষ্টসাধ্য লালন-পালনে পরিবর্দ্ধিত করতঃ সম্ভবানুরূপ অর্থ-ব্যয় দ্বারা বিদ্যাভ্যাসের প্রতিও বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্রমে হতভাগ্যের যুবত্বাবস্থাবলোকনে সৎকুলোদ্ভবা সুসুন্দরী কন্যার সহিত পাণি-পীড়ন করাইয়া, দাম্পত্য-প্রেমে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তদনন্তর কুলাঙ্গারকে কার্য্যক্ষম মনে করিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ পূর্ব্বক অবসর লাভে নিশ্চিন্তমনা হইয়াছিলেন।

আর্য্য! অচ্ছেদ্য মায়াময় বাৎসল্য-প্রেমজালের কি বিস্তার! উহাতে নিপতিত না হইয়া দেহীমাত্রের কদাচ নিস্তার নাই। আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত জন্তু প্রত্যক্ষ করি, কোনরূপ প্রত্যাশা না থাকিলেও সকলেই তাহাতে আবদ্ধ; কেহই উহা ছেদনে সক্ষম নহে। আপনিও সেই মোহ-পাশে জড়িত হইয়া এ পামরকে আত্মাপেক্ষা অতি যত্নের সহিত সম্পূর্ণরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ মনে মনে কথঞ্চিৎ উপকারের প্রত্যাশাও করিয়াছিলেন; কিন্তু এ কুল-পাংশুল তৎপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও মনঃসংযোগ না করিয়া, রিপু-পরতন্ত্রতা হেতু আপনাকে সর্ব্বদা কেবল বিবিধ কষ্ট প্রদানই করিয়াছে। নির্লজ্জ আপনার প্রসাদে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া অবশেষে আপনাকে অজ্ঞরূপে অন্যের নিকট পরিচয় প্রদানে ত্রুটি করে নাই। বহুরূপীর ন্যায় সতত সামান্য পরিচ্ছদ গ্রহণে আধুনিক সভ্য সাজিয়া, জনসমাজে আপনাকে অসভ্য বলিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই। সৎপ্রবৃত্তিগুলির প্রতি বাধা জন্মাইয়া আপনাকে আন্তরিক কষ্ট প্রদান করি-

য়াছে। ক্ষমতানুসারে স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা কেবল আত্ম-সুখের উন্নতি সাধনই করিয়াছে। সময়বিশেষে সংসারের অনটন, কি আপনার কষ্ট হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করে নাই ; বরং নিজের আবশ্যক হইলে আপনাকে ঋণগ্রস্ত করা-ইয়াও তৎকার্য্য সমাধা করিয়াছে। কোন সময়ে গর্হিত কার্য্য অবলোকন করিয়া, আপনি হিতার্থে তন্নিবারণ-চেষ্টা করিলে, মৎকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া নিরন্তর অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ফলতঃ পাষণ্ড দ্বারা নানারূপ গ্লানি-কর কার্য্য ভিন্ন সম্মান-সূচক কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় নাই। মৎকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া প্রতিবাসীরা উচিত পথাবলম্বনে চেষ্টিত হইলে, আপনি দুঃখিতান্তঃকরণে অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অনুনয় বিনয় করতঃ তদ্দোষ-ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

তাত! এ দুর্ভাগ্য আপনকার সর্ব্ব-সুখোচ্ছেদক হইলেও আপনি মনোমধ্যে কদাপি অমঙ্গলের চেষ্টা করেন নাই; বরং স্নেহ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া কেবল অহরহঃ ঈশ্বর-সমীপে কুলা-ঙ্গারের দীর্ঘ জীবনেরই প্রার্থনা করিয়াছেন। হায়! কি আক্ষেপ! এ নরাধম পিতার পুত্র না হইয়া, মূত্ররূপেই পরি-গণিত হইল? কেননা, যে পুত্র সর্ব্বতোভাবে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, ঐকান্তিক মনে পিতৃশুশ্রূষা করতঃ পৈতৃক সৎকার্য্য হইতে অধিক সুকীর্ত্তি সংস্থাপনে সক্ষম হয়, সেই উত্তম পুত্ররূপে বিখ্যাত। স্বকৃত সৎকার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইলেও, পৈতৃক কার্য্যে বাধা না জন্মাইয়া, উচিত রূপে পিতৃভক্তি প্রদর্শন করাইতে পারিলেও, লোকের নিকট মধ্যম পুত্র বলিয়া গণনীয় হয়। আর অকীর্ত্তি-স্বরূপ কীর্ত্তি-স্তম্ভ

স্থাপন পূর্ব্বক, পৈতৃক কার্য্য ধ্বংস করিয়া, পিতার সর্ব্বাংশে কষ্টপ্রদ হইলেই, তাহাকে অধম পুত্র বলিয়া লোকে উপহাস করিয়া থাকে। এ পাপাধম উক্ত অধম পুত্র হইতেও অধম হইয়া, অতি নিকৃষ্টরূপে জন-সমাজে ঘৃণার পাত্র হইয়াছে। হায়! যদিচ ইদানীন্তন তত্তদ্বিষয় কথঞ্চিৎ প্রণিহিত হইয়া, কৃত কার্য্যসকল মনোবেদনার কারণ হইতেছে; কিন্তু তাহাতে কোনই ফলের সম্ভব উপলব্ধ হইতেছে না; যদ্ধেতু, পুত্র দ্বারা পিতার যে সমস্ত ঐহিক সুখকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তত্তাবতেরই এককালীন কালাতীত হইয়াছে। বিশেষতঃ এ পাপাত্মার জীবিতাবস্থায় পিতার পরলোকগমন হইলেও পামর কর্ত্তৃক অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি সুসম্পন্নের সম্ভব নাই; কেননা সদাকাল প্রায়শ্চিত্তানর্হ জ্ঞান-কৃত পাপাচরণে লিপ্ত থাকিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই পাতিত্যদোষ স্পর্শে পৈতৃক কার্য্যাদিতে সম্পূর্ণরূপেই অনধিকারী হইয়াছি। পিতঃ! যদ্যপিও আপনি স্বতঃসিদ্ধ বাৎসল্যানুরাগে কারুণ্য-রসাভিষিক্ত হইয়া, নরাধমের প্রত্যক্ষাপ্রতক্ষ্য সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিতেছেন; কিন্তু দুর্দ্দান্ত কালের নিকট যে কোন বিষয়ই গোপন থাকে না। নিষ্ঠুর কেবল নিরন্তর ছিদ্রান্বেষণেই ভ্রমণ করিতেছে; সে যে কখনই নিবৃত্ত হইবে না; বরং দুশ্চেষ্ট অচিরে ইষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইবে মনে করিয়াই, ঐ যে, করাল-বদন বিস্তার পূর্ব্বক, আগমন করিতেছে; উহার হস্ত হইতে কদাচ নিস্তারের সম্ভব নাই। এমন কি, সময়ানুমান করিয়া সেই নিষ্ঠুরের ইঙ্গিতাবলোকনে সুচতুর তৎসহচরেরা অগ্রেই আগমন পূর্ব্বক, সর্ব্বাঙ্গে আবি-

ভূর্ত হইয়াছে। এই দৃষ্টি করুন্, চক্ষুর দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত, শ্রবণ শ্রবণে অক্ষম, নাসিকার আঘ্রাণে সাধ্য নাই, জিহ্বা রসাস্বাদনে অসমর্থ, ত্বকের স্পর্শ-বোধ রহিত, সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির অবস্থা দর্শনে, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও তদ্ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক কেবল অস্মদের নিরয় গমন কালাবলোকন নিমিত্তই যেন, কৌতুকাবিষ্ট হইতেছে।

হে পুত্র-বৎসল! আর আর্ত্তনাদে ক্ষমবান্ হইতেছি না। সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দহীন হইয়া, বাস্পভরে কণ্ঠাবরোধ হইতেছে। এ দুরাচার ইহ জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিল; কৃপাকটাক্ষ-পাতে আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন এইরূপ আত্ম-গ্লানির অনুভব থাকিতে থাকিতেই অন্তরাত্মা অন্তর্হিত হয়; অধিক আর বলিবার শক্তি নাই; তবে এখন আসি?

প্রসাদে যাঁহার, অবনী মাঝার,
ভুঞ্জিলাম সুখ যত।

মুখে মাখি কালি, অদ্ভ তাঁরে বলি,
কৈনু পাপ কত শত॥

"পৃথিব্যা গুরুতরা মাতা"

চাণক্যম্।

মাতঃ!
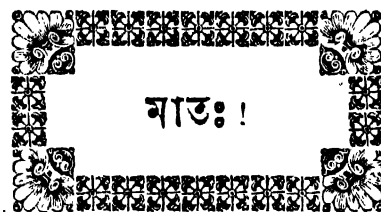
একি! আবার বিলাপ করিতেছেন কেন? এত কাল রোদন করিয়াও কি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই? এ কুসন্তান কি কেবল আপনার নিরন্তর দুঃখের কারণ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? যাহা হউক্, মা! ক্ষণকালের নিমিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করুন্; নরাধম কথঞ্চিৎ আত্মবেদন নিবেদন-মানসে আগমন করিয়াছে; প্রস্তাবগুলির শেষ হইলে, পুনরায় শেষ রোদন আরম্ভ করিবেন। জননি! এ পাপাত্মাকে গর্ব্ভে ধারণ অবধিইত আপনার কষ্টের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে দশম মাসতক, কতই দুরূহ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। আহা! মা! সূতিকাগারের অবস্থা সমুদয় স্মরণ হওয়াতে, অধুনাও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সে সময়ের যন্ত্রণা কেবল আপনিই বিশেষ-রূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, আর সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ মাত্র জানিতে পারিয়াছেন; নতুবা তাৎকালিক দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিতে অন্যের কদাচ শক্তি ছিল না। আহা! মহামায়া কি

আশ্চর্য্য মায়াই বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। তাদৃশ প্রসব-বেদনা সহ্য করিয়া আবার অব্যবহিত পরেই, অপত্য-মুখাবলোকনে পরম পরিতুষ্টা হইয়া সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করতঃ স্তন্য প্রদানানন্তর, প্রসূতিগণ সমস্ত দুঃখই বিস্মৃত হন। এবম্প্রকারে বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া, সূতিকাগার হইতে নির্গমন পুরঃসর কেবল আত্মজের সুখ দুঃখের প্রতি আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক, গৃহ-কার্য্যাদি হইতে অবসর হইয়া, অপত্যাদি লালন পালনেই নিযুক্তা থাকেন। শিশু নিরীক্ষণে মাতার কদাচ তৃপ্তি-সাধন হয় না। যত বার অন্তরাল হয়, ততই যেন নূতন বলিয়া, আনন্দানুভব করেন। জননীগণ সন্তান-দিগের অস্ফুট সুমধুর স্বরে অপরিসীম সন্তোষসাগরে সন্তরণ করতঃ কেবল পুনঃ পুনঃ মুখ-চুম্বনকেই জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করেন। শিশু-মূত্রে শয্যা-পার্শ্ব সিক্ত হইলে, মাতৃগণ তদ্দিকে শয়ন করিয়া, শিশুকে শুষ্ক দিকে রক্ষা করেন, আবার অপর পার্শ্ব তদ্রূপ হইলে, অগত্যা বালককে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক, রজনী অতিবাহিত করিয়া থাকেন। পাছে সন্তানের অসুখ হয়, তজ্জন্য অহিতকর দ্রব্যাদি ভক্ষণ না করিয়া, বালক সবল হওয়া পর্য্যন্ত জননীরা লঘু আহার করিয়া, নিজে কৃশাঙ্গী হইয়াও, অপত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। দৈবাৎ শিশুকে পীড়িত দেখিলে, জননী শুষ্ক-মুখে বিবিধ কটুতিক্তাদি ভক্ষণ করতঃ শিশুর ব্যাধি-মুক্তি পক্ষে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন। ভোজন কালীন ক্রোড়স্থ বালক পুরীষাদি ত্যাগ করিলে, যদ্যপি ভক্ষ্য বস্তুতে কিম্বা ভোজন-পাত্রে নিপতিত হয়, তবে অপত্যগণের অমঙ্গল ভয়ে মাতা

কদাচ তাহা পরিত্যাগ না করিয়া, অক্ষোভে ভক্ষণ করেন। সুতের কথঞ্চিৎ জ্ঞান হওয়া কালতক, প্রসূতিরা সর্ব্বদা বিষ্ঠা-মূত্রাদিতেই সংশ্লিষ্ট থাকেন। সন্তানের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিলে, সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কুমারকে অঙ্কস্থ করিয়া তন্নিবৃত্তির চেষ্টা করেন। দৈবানুকূলে দুঃখী জন নিত্য ধনাগমে দুঃখ দূর সময় যাদৃশ প্রমোদিত হয়, জননী-গণও স্বীয়াঞ্চলের নিধি-স্বরূপ অপত্যাদির বয়োবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করতঃ প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব সুখানুভব করিয়া, ঘোর মায়াজালে আবদ্ধ হইতে থাকেন।

এতদ্রূপে ক্রমশঃ শিশুগণের আকৃতির পরিবর্ত্তন দৃষ্টে, মাতৃগণ স্নেহকারুণ্য-রসাভিষিক্ত হইয়া, "অদ্য, শিশু অর্দ্ধোপ-বেশনে সক্ষম হইল, কল্য, ইতোধিক আশ্চর্য্যানুভব করিব" ইত্যাদি মনোমধ্যে সতত আন্দোলন করেন। তদনন্তর তনয় দণ্ডায়মান-চেষ্টায় ভূতলে পতিত হইলে, অমনি জননী শশ-ব্যস্তে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক, চেলাঞ্চল দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করতঃ মুখ-চুম্বন করিয়া থাকেন। এবম্প্রকারে গমনা-কাঙ্ক্ষী বালকের বারম্বার পদস্খলন নয়ন-গোচর করিয়া, ক্রমে জননীগণের হৃদয়স্থিত আনন্দাম্বুধি উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। পরে যখন প্রথম-দিবসীয় পুত্র-মুখ-বিনির্গত অমিয়ো-পম মাতৃ-সম্বোধন-ধ্বনি তদীয় কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে, তখন আর তাঁহার হর্ষের ইয়ত্তা থাকে না। এবম্বিধ বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া, শিশুগণকে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষায় সক্ষম জ্ঞান করিলে, জননীগণ অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমের লাঘবানুমান করতঃ পূর্ব্বকৃত সমুদয় শ্রমের সার্থকতা জ্ঞান করেন। বালক-

গণ ক্রীড়াচ্ছলে কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইলেই, তৎক্ষণাৎ বৎসহারা গাভীর ন্যায় সচকিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক অপত্য-মুখ দর্শনে নিশ্চিন্তা হইয়া থাকেন। জননীগণের পুত্র-বিরহ অপেক্ষা আর কিছুই কষ্টের কারণ নাই। শৈশব-সীমার অতিক্রম কালতক জননী কর্ত্তৃকই কেবল অপত্যাদির সম্পূর্ণ-রূপে পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে; মাতা উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্তমাত্র সন্তানগণকে প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হন। ভোজন-সময় যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু অগ্রে সন্তানগণকে আহার করা-ইয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। গুরুতর ব্যক্তি কিম্বা প্রতিবাসীগণ যদ্যপি কোন সুস্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে অপত্যের সহিত ভিন্ন কদাচ সম্মত হন না। সময়ানুসারে, বালকদিগের স্নান আহারের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন। কালব্যাজ হইলেই, বিশেষ ব্যস্ততার সহিত অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ তত্তৎ কার্য্যের প্রতি যত্নবতী হইয়া থাকেন। অবাধ্য শিশুগণ নানা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও, জননী কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া, হাস্যাননে বালকের মনোরঞ্জনার্থে বিবিধ কৌশল বিস্তার করিয়া থাকেন। পুত্রগণ অধ্যয়ন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গুরুর নিকট গমন করিলে জননী আহারীয় ও পানীয় সংগ্রহ পূর্ব্বক, সচকিতে পথ প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কালাতি-পাত করেন; পুত্র আগতমাত্র ব্যস্তসমস্তে তদীয় কোমলা-নন অঞ্চল দ্বারা পরিষ্কার করতঃ ভোজন করাইয়া নিশ্চিন্ত হন। শিশুর সুশীলতা-গুণাদি শ্রবণ করিলে, যদ্রূপ জননী-দিগের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া, নিরন্তর আনন্দ-স্বরূপ মক-

রন্দ ক্ষরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আবার পুত্রের অযশ কীর্ত্তনও, প্রাবৃট্‌কালীয় নবমেঘাবলীর পরস্পর ঘর্ষণোত্থিত রোমহর্ষণ কঠোর ধ্বনির ন্যায় জননীর হৃদ্বিদারক হইয়া উঠে। জননীগণ নিয়তকাল একাগ্র মনে ঈশ্বর-সমীপে কেবল বালকের মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকেন। দৈব-দুর্ব্বিপাকে সুতের বিশেষ অনিষ্টাশঙ্কা হইলে, মাতা বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিতা হইয়া, আলুলায়িত-কেশা, স্খলিত-বসনা, প্রকৃত পাগলিনীর প্রায়, অনবরত অশ্রু দ্বারা বক্ষঃস্থল আর্দ্র করতঃ সাধ্যানুসারে সুতের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকেন। এমন কি, আত্ম-বিসর্জ্জনেও যদি তন্নিবারণের সম্ভবানুমান হয়, তাহা হইলেও কদাচ পরাঙ্মুখ হন না। মাতাগণ স্বামী কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক বিবিধ বিড়ম্বিতা কি তিরস্কৃতা হইয়া, দুঃখান্তঃকরণে রোরুদ্যমানা হইলে তদ্দর্শনে নির্ব্বোধ শিশুরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক যখন অমিয়-স্বরে "হেঁ মা! কি হইয়াছে? হেঁ মা! কি হইয়াছে"? বলিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, তখন জননীগণ সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বীয় নন্দনকে অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক মুখচুম্বন প্রদানান্তে কথান্তর দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। ধনশালিনী কিম্বা ভিক্ষোপজীবিনী মাতৃগণ সন্তানসকলকে সমভাবেই স্নেহ দৃষ্টি করেন। বালক বার্দ্ধক্যদশাপ্রাপ্ত হইলেও, জননীর নিকট শিশুরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। কি সুবোধ, কি নির্ব্বোধ উভয়কেই মাতা সমাবলোকন করেন। সন্তান বিকৃতাঙ্গ হইয়া, জন্ম গ্রহণ করিলেও, প্রসূতির কিছুমাত্র স্নেহের খর্ব্বতা হয় না। অতিশয় কদাকার বালকও মাতার নিকট

সুশ্রী বলিয়া প্রতীত হয়। বধির, জন্মান্ধ, মূক প্রভৃতি বালকগুলিকেও, মাতারা অনাদর না করিয়া বরং সমধিক স্নেহই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আত্মজ-প্রদত্ত সামান্য বস্তু দ্বারা জননীর যাদৃশ সন্তোষানুভব হয়, অন্য কর্ত্তৃক সহস্র লাভ হইলেও; তাদৃশ সুখ জ্ঞান করেন না। মাতৃগণ ব্যাধি কর্ত্তৃক প্রপীড়িতা হইয়া, অত্যন্ত যন্ত্রণা-সময়ে শুষ্কানন বালক বালিকাদিগের কথঞ্চিৎ শুশ্রূষাতেও, অনেকাংশে রোগোপশম বোধ করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত অপত্যাদির শুভাশুভের প্রতি অন্যের তাদৃক্ যত্নের কদাচ সম্ভব নাই। মাতা অভাবে শিশুদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অহরহঃই প্রত্যক্ষ হইতেছে। ভরণ পোষণে অক্ষম হইলেও গর্ভধারিণী অপত্যদিগকে ভার বোধ না করিয়া, বরং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতঃ প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

এবম্প্রকারে জননীর প্রসাদে বর্দ্ধিত হইলে, পরে অনেকেই নৈকট্য সম্বন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক, আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া থাকে। মাতা ভিন্ন সকলেই স্বার্থপর। বিদেশা-গত ব্যক্তিকে দর্শনমাত্র কেহ অভিলষিত দ্রব্যের প্রতি, কেহ বা অলঙ্কারের প্রতি, কেহ বা ধনের প্রতি ইত্যাদি নানাবিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে; কিন্তু, তখন কেবল মাতাই পুত্রের কুশল সন্দেশের জন্য লালায়িত হইয়া, শশব্যস্তে আগমন পূর্ব্বক, "বাছা! কেমন আছ"? বলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। হায়! এমন শুভানু ধ্যায়িনী জননীদিগকেও কত জন কত প্রকার কষ্ট প্রদান

করিতেছে। কৈ ? এমনত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না যে, গর্ব্ভ-ধারিণীগণ ভ্রমক্রমেও অপত্যাদির প্রতি অনুরাগের অণু-মাত্র ন্যূনতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মা! এ পুত্ররূপ শত্রুকেও আপনি পুত্রজ্ঞানে, অপর্য্যাপ্ত দুঃখভার সহ্য করতঃ প্রতিপালন করিয়াছেন। কিন্তু এ নিষ্ঠুর দ্বারা আপনার কি ফলোদয় হইল ? বরং নিরন্তর কাল আপনকার অশেষ কষ্টের কারণ হইয়াই, এ পাপাত্মার জন্ম পরিগ্রহ হইয়াছে। যৌবন-সময়ে পদার্পণ করিতে না করিতেই আপনার সকল সাধে বিষাদোৎপাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল। জননি! এ কুল-কুঠার যৎকালীন উদ্বাহ-কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করে, সে সময় আপনি না কতই মঙ্গলাচরণ ও বিবিধ আনন্দোৎসব করিয়া সদার-পুত্র-মুখ নিরীক্ষণে অতীব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মনে মনে এরূপও চিন্তা করিয়া থাকিবেন যে, "অধুনা পুত্র পুত্র-বধূ কর্ত্তৃক নিরন্তর সেব্যমানা হইয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিব;" বরং উচ্চ বদনে সকলের নিকট এরূপও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "ঈশ্বর-প্রসাদে এক্ষণে আমার সকল দুঃখের অবশেষ হইল ; পুত্র যোগ্য হইয়াছে, আর আমার চিন্তা কি ?" মা! এ নীচাশয় কতিপয় দিবস গতমাত্রই সেই কালভুজঙ্গিনীকে জীবন-সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছিল। হায়! নিঃসম্বন্ধিনী অপরিচিতা নিশাচরীরা আগত মাত্র, এরূপ কুহক বিস্তার করিয়া থাকে যে, সমুদয় বন্ধু বান্ধবের সম্বন্ধ-রজ্জু এককালে শিথিল করাইয়া আপনিই দৃঢ় রূপে পরিগণিতা হয়। পাপীয়সীরা অত্যল্প দিনের নিমিত্ত,

যৌবন-প্রভাবে এরূপ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে যে, উহাতে মুগ্ধ না হইয়া, কাহারও নিস্তার নাই। পূর্ব্বকালে অযোধ্যাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথও কন্দর্প-শরে বিদ্ধ হইয়া, দুশ্চেষ্টা সর্ব্বকনিষ্ঠা পতিঘাতিনী কৈকেয়ী রাণীর বশতাপন্নে, পরিণামদর্শী, পরোপকারী, প্রজা-মনোরঞ্জন, প্রজ্ঞাশালী, প্রতাপবান্, প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রশান্ত-চিত্ত, প্রহৃষ্ট-মনা, প্রিয়-ব্রত, প্রিয়োত্তম, কমল-লোচন, রঘুকুল-তিলক, প্রিয়পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়া, তদ্বিরহে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। যৌবন সময় অতি বিষম; তৎকালে সমস্ত রিপুই বলবান্ হইয়া থাকে। মৎসদৃশ হতভাগ্য ব্যক্তির যে, তৎকালে তাদৃক্ মতি-ভ্রংশ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? বিশেষতঃ কালানুযায়িনী অনুকরণবৃত্তিতেই মনুষ্যের সমধিক প্রবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং অসৎসঙ্গ প্রযুক্ত, ক্রমে ক্রমে সমস্ত অসৎকার্য্যাসক্তি নিবন্ধন, শৃঙ্গ-লাঙ্গুলবিহীন একরূপ আশ্চর্য্য পশু-মূর্ত্তি ধারণ করতঃ মায়াবিনীর বশবর্ত্তী হওয়াতে, কুল-কলঙ্কিনী এ দুরাচারকে হত-চেতন উপলব্ধি করিয়া, স্বীয়াভীষ্ট সম্পূর্ণই সংসাধন করিয়াছে। এমন কি, দুর্ম্মতি দুশ্চারিণীর দুরভিসন্ধিতে মুগ্ধ হইয়া, আপনার কর্ত্তৃক দাসীর দাসীত্ব কার্য্যও সম্পাদিত করাইয়াছে। জননি! সেই মদগর্ব্বিতা হতভাগিনী দ্বারা আপনি না কতই তিরস্কৃতা হইয়াছেন এবং এ নরাধম বা তদ্বিষয়ে ত্রুটি কি করিয়াছে? হায়! অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য বোধে, কত যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহা স্মরণ হওয়াতে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হতভাগ্য সাধ্যানুসারে যে কিঞ্চিৎ

অর্থ উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা অগ্রে ভার্য্যার মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া, উদ্বৃত্ত হইলে, নিজের বিলাসোপযোগী দ্রব্যাদি-তেই নিঃশেষ করিয়াছে। অর্থাভাবে সাংসারিক, কি আপ-নার অশনবসনে কষ্ট হইলে, এ লজ্জাশূন্য তৎপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া, জননী-সম্বোধনে লজ্জা জ্ঞান করতঃ জন-সমাজে আপনাকে পিতার পরিবার বলিয়া পরিচয় প্রদানান্তে ভরণ পোষণেও বিমুখ হইয়াছে। সুযোগানুসারে আপনার রক্ষিত ধনাপহরণ করিয়াও স্বীয় অভিলষিত কুৎসিত কার্য্য সম্পাদনে ক্রটি করে নাই। জননি! দুগ্ধ দ্বারা বিষধরকে প্রতিপালন করিলে, যেমন তাহার বিষাধিক্য ভিন্ন তদ্দ্বারা কোন উপকারের সম্ভব থাকে না, তদ্রূপ আপনিও এ হতবুদ্ধিকে স্তন্যপানে বর্দ্ধিত করিয়া, কিছুমাত্র প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হইলেন না। হায়! পূর্ব্ব প্রস্তাব সমুদয় স্মরণ হওয়াতে, অধুনা পামরের পাষাণবৎ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইতেছে। আহা! মা! বার্দ্ধক্য নিবন্ধন দুর্ব্বলতা হেতু, আপনি যদি কোন দিবস ব্যক্ত করিতেন যে,—"বৎস! এক্ষণ আর আমি সাংসারিক সমু-দয় কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, রন্ধনাদি করিতে শক্ত হইতেছি না; অতএব বধূমাতাকে বল, তদ্বিষয়ে যেন কিঞ্চিৎ সাহায্য করে," তাহা হইলে, ক্রোধান্ধ হইয়া, আরক্ত নয়নে উত্তর করিতাম যে, কি? তুই বর্ত্তমানে আমার স্বর্ণ-প্রতিমা অগ্নির উত্তাপে মলিন হইবে? না পারিস্, বাটী হইতে বহির্গত হ। তুই বুঝি ভাবিয়াছিস্ যে, এখন ঠাকুরাণী হইয়া, নিশ্চিন্তে বসিয়া, সুখে আহার করিবি? তাহা কদা-

চই হইবে না। জননি! নিষ্ঠুরের এবম্প্রকার অশনি সদৃশ বাক্যগুলি শ্রবণে, আপনার হৃদয়স্থিত মর্ম্মগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়াতে, "হা হতাস্মি" বলিয়া, কতইনা বিলাপ করিতেন! সুতরাং তৎসময়ে কেবল আপনার উভয় নেত্রের অশ্রু বিসর্জ্জনে ধরণীতল সিক্ত হইত। হা ধিক্! অভ্যন্তরে এতাদৃশ কুকার্য্য করিয়াও, বাহ্যে সকলের নিকট সভ্য বলিয়া, পরিচয় প্রদান করিয়াছি। রে পাপাধম রসনে! তুই যাঁহার স্তন্য পানে বর্দ্ধিত হইয়াছিস্, তাঁহাকেই আবার অকথ্য অশ্লীল বাক্যসকল প্রয়োগ করতঃ এককালীন উন্মূলিত না হইয়া, এখনও যে আস্য দেশে হাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিস্?

আর্য্যে! এক্ষণ আর এ নরাধমের অনুতাপের অবকাশ কাল দৃষ্ট হইতেছে না; আপনাকে যে কত প্রকার কষ্ট প্রদান করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। দেব-মূর্ত্তি-সকলকে অলীক বলিয়া, পৌত্তলিক ধর্ম্মে দোষারোপ করতঃ, নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পূর্ব্বক, আপনাকে যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়াছি। অদৃষ্ট পদার্থের গমন অসম্ভব বলিয়া, জাতি-ভেদ অমান্য করতঃ, আপনার মনোবেদনার কারণ হইয়াছি। পরমেশ্বর সকল বস্তুই আহারের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া, খাদ্যাখাদ্যের বিচার-শূন্য হইয়া, অভক্ষ্য ভক্ষণে আপনার অসীম মনস্তাপের উদ্রেক করিয়াছি। জননি! এ গর্ভ-স্রাব দ্বারা আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও সুখোৎপত্তি হইল না; কেবল নিরন্তর নিন্দিতের নিন্দনীয় ধ্বনি শ্রবণেই, অধুনা আপনার শ্রবণদ্বয় বধির-

প্রায় হইয়াছে। সতত অশান্তের অসন্তোষ-কর কার্য্যাদি দর্শনে, আপনকার দর্শনেন্দ্রিয়ের স্বচ্ছতাও একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। মা! "কুপুত্র অনেকের হয়, কুমাতা কখন নয়," এই চিরপ্রসিদ্ধ যে বাক্যটি আছে, আপনকার কর্ত্তৃকই তাহার সম্পূর্ণ সত্যতা সম্পাদিত হইল; কেননা, এ কুসন্তান দ্বারা চিরদিন সন্তাপিত হইলেও কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া, বরং দীর্ঘকালান্তে পাষণ্ড-মুখাবলোকনে, স্নেহ প্রযুক্ত ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক, অনবরত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। জননি! যদিচ আপনি কৃপা বিতরণে কুসন্তানের কৃতাপরাধের প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া, দুরদৃষ্টকে দুষ্প্রবৃত্তি-জনিত দুরিতাক্রান্তে দুর্দ্দশাপন্ন দৃষ্টে দুঃখিত হইতেছেন; কিন্তু, অপ্রতিহত বলবতী স্রোতস্বতীর স্রোতোবেগের প্রতিরোধ জন্মান যেমন অসম্ভব স্থল, তেমন আবার আভ্যাসিক মহাপাতকাদির অপরিহার্য্য যন্ত্রণানলও অনিবার্য্য হইয়া থাকে; সুতরাং বিবিধ অত্যাচার কর্ত্তৃক উৎকট-ব্যাধি-গ্রস্ত হইলে যে, অচিরেই শমন-সদনে গমন করিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। মা! এইত প্রত্যক্ষ করিতেছেন, পাপাত্মার অসার কাষ্ঠস্বরূপ শুক্র-শোণিত-নির্ম্মিত জ্ঞানকাণ্ডারী-বিহীন দেহতরী নিরন্তর বিষয়-সাগরে ভাসমান হওয়ায় স্বকর্ম্মোত্থিত প্রবল পাপ-ঝটিকা দ্বারা ঘূর্ণায়মান হওত অবিশ্রান্ত ব্যাধিরূপ তরঙ্গের প্রতিঘাতে এককালীন নিমজ্জিতোপক্রম হইয়াছে। আরত অপেক্ষা নাই; অতএব এ দাসানুদাস ইহ জন্মের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিতেছে, আপনি নিরুদ্বেগে পুনরায়

উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করুন্; আমি এখন আসি?

স্তন্য পানে যাঁর, বর্দ্ধিত হইয়ে,
কাল কাটাইনু সুখে।
হায়! আমি তাঁরে, পিতৃ পরিবার,
বলিনু নিলাজ মুখে॥

"ন ভ্রাতুরধিকং কিঞ্চি-
দাজন্মবন্ধনাদ্যতঃ।"

বিশ্বদর্শ।
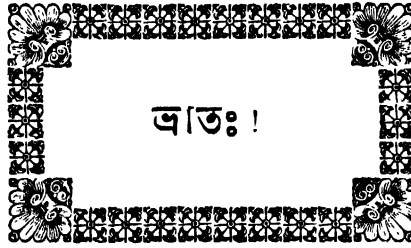
ভ্রাতঃ !

তুমি ধন্য! তোমার শীলতা-গুণের আর পরিসীমা নাই। এ দুষ্ট-বুদ্ধি দ্বারা বারম্বার যৎপরোনাস্তি মনো-বেদনা প্রাপ্ত হইয়াও এক দিনের নিমিত্ত কিছুমাত্র অসহিষ্ণুতা প্রকাশ কর নাই। কু-লোক-সকল তোমাকে কতই না উত্তেজনা করিত; তুমি তাহাদিগের মতাবলম্বী না হইয়া বরং বিবিধ ভৎ´সনা পূর্ব্বক, দুর্ম্মতিদিগকে বহিষ্কৃত করতঃ কেবল নিরন্তর ভ্রাতৃবৎসলতাই প্রদর্শন করিতে। কুলপাংশুল পিতৃধন হইতে তোমাকে একরূপ নিরাশ করা সত্বে তুমি তুল্যাংশী হইয়াও, তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, মদ্দত্ত সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী নিরূপিত অর্থকেই যথেষ্ট মনে করিতে। পামর তোমাকে সম্পত্তি হইতে অনধিকারী করিয়া, সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভারই গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ পিতৃসঞ্চিত প্রচুরপরিমাণ অর্থ-

গুলি হস্তগত হওয়ায় তৎকালে একরূপ ধনবান্ বলিয়াই জনসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলাম; সুতরাং তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে তোষামোদকারিগণ আগমন করতঃ নৈকট্য সম্বন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক, একান্নভুক্ত হইয়া, কেহ বলিত—"হুজুর! অদ্য অতি সুন্দরী একটী বারাঙ্গনা দর্শন করিয়া আসিয়াছি," কেহ প্রকাশ করিত, "অদ্য বাজারে আশ্চর্য্য একরূপ নূতন মদের আম্‌দানী হইয়াছে।" কেহ বলিত, "খোদাবন্দ! বিলেতি খানা ভিন্ন উৎকৃষ্ট বস্তু পৃথিবীতে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।" ইত্যাদি নানাজনে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, সকলেই স্বার্থ সাধনে, সচেষ্ট হইয়াছিল। ভ্রাতঃ! অহরহঃ অসৎসঙ্গে কালাতিপাত হেতু প্রতি পদে কেবল বিপদাহ্বানেই নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সম্ভবাতিরিক্ত অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিলে, অচিরেই যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার আর সন্দেহ কি? দুষ্টদিগের মতাবলম্বী হইয়া, বিবিধ দুষ্প্রবৃত্তিগুলিতে আসক্তি জন্য অত্যল্প কাল মধ্যেই পিতৃসঞ্চিত ধনাদি সমুদয় নিঃশেষ হওয়ায়, যখন ঋণাধিক্য প্রযুক্ত স্থাবর সম্পত্তিরও ধ্বংসানুমান হইল, তখন নবাগত স্বকৃত অলক্ষ্মীর বরপুত্রস্বরূপ বান্ধবেরা (যাহারা ইত্যগ্রে আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া প্রতি কথায় বলিত, "হুজুর! আপনার শরীরের এক ফোঁটা ঘর্ম্ম, আমাদের এক চাম্‌চা রক্ত") তাহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে পৃষ্ঠ দেখাইল। বরং পথঘটিত কোন সময় হঠাৎ তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও, পাছে আমি চিনিতে পারিয়া অর্থাদি কিছু যাচ্ঞা করি, এই ভয়ে

বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত পূর্ব্বক, দ্রুতপদে প্রস্থান করিত। হায়! তৎকালে আর কেহই পামরের দুঃখভাগী হইয়াছিল না। কেবল নিরন্তর আমিই দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হই-তাম। বৎসরে! বাহ্যিক সুখাকর বস্তুমাত্রই, অন্তকালে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। অনিত্য সুখ কেবল নিত্য সুখেরই প্রতিবাধক। রিপুবশে প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র প্রণি-ধান হয় না; ক্রমে দেহ পাপভারাক্রান্ত হইলে, তৎকালে সমস্ত সুখ তিরোহিত হইয়া, সতত অসহ্য যন্ত্রণামাত্রই লাভ হয়। যদিচ অসৎ কার্য্যের ফল-ভোগ হেতু, মুমূর্ষা-বস্থায় তত্ত্বিষয় কথঞ্চিৎ মনো-মধ্যে জাগরিত হইয়া, অবশ্যই কৃত কার্য্যাদিতে ঘৃণোৎপাদন হইয়া থাকে, কিন্তু যদ্রূপ চৌর কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব অপহৃত হইলে, সাবধানে কোন উপকার দর্শে না; তদ্রূপ স্বকৃত দুষ্কার্য্য দ্বারা নিরয়-গম-নের পথ প্রস্তুত পূর্ব্বক, আর অনর্থক আর্ত্তনাদে সুসার কি? এ পাপাধমও যে, ধর্ম্মালোক তুচ্ছ বোধে, নিরব-চ্ছিন্ন কাল ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে ভ্রমণ করতঃই অধুনা শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

হায়! ধর্ম্ম ব্যতীত অপার ভব-সাগরোত্তীর্ণের কোন উপায়ই উদ্ভাবন হয় না। ধর্ম্মই সংসারার্ণবের ভেলা-স্বরূপ। ধর্ম্মই ধার্ম্মিকগণকে নিরন্তর কেবল রক্ষা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে সত্যব্রত রঘুকুল-ধুরন্ধর শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্ম-প্রসাদেই সামান্য বন্য পশুর সহায়ে অলঙ্ঘনীয় সাগ-রোপরি সুবিস্তৃত সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করতঃ, ত্রিলোকে যশঃপতাকা উড্ডীন করিয়া-

"ভগিনী সর্ব্ববর্ণেষু
কুলং পূর্ব্বং বিবর্দ্ধয়েৎ।"

স্মৃতিরত্ন।

ভগিনি!
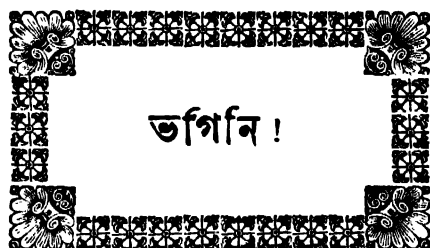
বহুকাল অন্তে সাক্ষাৎমাত্রেই যে, অধোবক্ত্রা হইলে? একি! আবার ধরাসনে উপবেশন করতঃ, বাম হস্তে গণ্ড-স্থল ন্যস্ত পূর্ব্বক, দুটি কমলনেত্র হইতে অবিশ্রাম অশ্রু-বিসর্জ্জনে বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিতেছ কেন? বৎসে! তব মুখ-বিনির্গত সুশ্রাব্য সুমধুর ভ্রাতৃ-সম্বোধন-ধ্বনি শ্রবণ নিমিত্ত, শ্রবণ-যুগল যে, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, অপেক্ষা সহ্য করিতে পারিতেছে না; চিরসঞ্চিত স্নেহানল কর্ত্তৃক হৃদয় যে দগ্ধ হইতেছে। প্রিয় ভগিনি! আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, তব চন্দ্রাননের সুধাস্বরূপ প্রত্যুত্তর প্রদানে, সহোদরের তাপিতাঙ্গ সুশীতল কর। হা ধিক্! আমি কি উন্মত্ত হইয়াছি? নির্ল্লজ্জ কাহাকে ভগিনী সম্বোধন করিতেছে? সহোদর কি কখন সহোদরার আজীবন সমস্ত সুখের মূলোৎপাটন করিয়া থাকে? সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ

করিয়াও কি, তদ্বিষয় অনুমানে সক্ষম হইতেছি না? আহা! প্রিয়ানুজার সে সমুদায় সৌন্দর্য্যই যে বিলুপ্ত হইয়া, কেবল অস্থিচর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। রে নিষ্ঠুর কুল! তোর নিমিত্তইত আমাদের সোহাগের পুত্তলীটী এরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে। কেবল তোর আধিপত্যে-ইত বঙ্গদেশ উচ্ছন্ন হইল। সে দিন নাই, সেরূপ কুলগৌরব নাই, সেরূপ জাত্যভিমান নাই, সেরূপ শাসনকর্ত্তা নাই, অথচ বিশিষ্ট অনিষ্টকর কুল তুই অদ্যাপিও জীবিতাবস্থায় প্রভুত্ব করিতেছিস্। তোকে নিরস্ত করিতে ত কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি না; বরং মহানুভব ব্যক্তিগণ অযৌক্তিক-বেদ-নিষিদ্ধ পাতিত্য-দোষ-স্পর্শনীয় অধর্ম্মকর কুকার্য্যাদিতেও, মধ্যে মধ্যে যত্নসহকারে অগ্রবর্ত্তী হইয়া, সনাতন ধর্ম্মের প্রতিও কুঠার-হস্ত হইয়া থাকেন। অথচ এ বিষয়ে সকলেই চক্ষু থাকিতে অন্ধ এবং কর্ণ থাকিতে বধির হইয়া, স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন। হায়! ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কুল-প্রথা যে, একবারে সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তৎপ্রতি মহাত্মাগণ ভ্রম ক্রমেও দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। অদ্য আমিই যে, কেবল স্বীয় ভগিনীর দুর্দ্দশাবলোকনে শোক-সলিলে ভাসমান হইতেছি, এমত নহে; মৎসদৃশ হত-ভাগ্য ব্যক্তি অনেকেই নিরন্তর কাল আপনাপন স্নেহ-পাত্রীদিগের হৃদ্বিদারক দুরবস্থা দর্শন করিয়া দুঃখান্তঃ-করণে অবশ্যই অশ্রু-মোচন করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মানু-রাগী মহোদয়গণ! আপনারা আর কালাপেক্ষা না করিয়া, বঙ্গদেশের কলঙ্কপ্রদ বল্লালসেনের বিভীষণ কুল-প্রথার

সমূলোৎপাটন পূর্ব্বক, অবনী-মণ্ডলে অসীম-কীর্ত্তি-স্তম্ভ সংস্থাপন পক্ষে যত্ন প্রকাশ করুন্। ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মিথ্যা সমাজাবলম্বনে, দুকুল-নাশক-কুল-বিনাশ-ভয়ে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী মাত্র ঘরের প্রতি লক্ষ্য করতঃ মাতৃ নাম প্রতি-বন্ধক আশঙ্কায়, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা-সন্ততির নামকরণ পর্য্যন্ত না করিয়া সামী, বামী, ক্ষেমী বলিয়া ডাকিয়া থাকে। প্রকৃত-ধর্ম্মের প্রতি এককালীন দৃষ্টিশূন্য হইয়া, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞানে, অযোগ্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ পূর্ব্বক, কত জনে কতই দুরদৃষ্ট ভোগ করিতেছেন। এমন কি, উপরোক্ত কারণানুসারে কোন কন্যা বরাভাবে আজীবন স্বামী-সুখে বঞ্চিত হইয়া, কৌমারী অবস্থাতেই বৈধব্য-যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছে। কুলীনরূপ নর-রাক্ষসেরা অর্থ-রক্ত-লোলুপ হইয়াই, দার-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। উহারা দাম্পত্য-প্রেমের কিছুমাত্র রসাস্বাদনে সক্ষম হয় না। পরের সর্ব্বনাশ করিয়া স্বার্থ-সাধনকেই জীবনের সার্থ-কতা মনে করে।

বৎসে! তোমাকেও বালিকা সময়ে আমরা "ক্ষেপী" বলিয়া সম্বোধন করিতাম, পরে বিবাহকালীন তোমার সুশীলা সুন্দরী নাম কল্পনা করতঃ বিবাহ দিয়াছি। বাস্ত-বিক পক্ষে তুমি শীলতার আধার-স্বরূপ। ভগিনি! তুমি আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব এবং তুমি আমাদের চক্ষের পুত্তলীর ন্যায়, অন্ধের যষ্টির ন্যায়, ফণীর মণি সদৃশ অত্যন্ত আদরের ধন; তোমাকে সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত ও তোমার বর্ণনাতীত সুন্দর রূপ দৃষ্টে, তৎকালে অনেক সুন্দরীরই

দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। তোমার স্ত্রীদিগের যাবতীয় কার্য্যাদিতেই, বিশেষ মনোযোগ ছিল, কোন কার্য্য তুচ্ছ জ্ঞান না করিয়া, যত্ন সহকারে নির্ব্বাহ করিয়াছ। আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক, শিল্প-কার্য্যাদির প্রতিও, যথোচিত যত্নবতী হইতে। অল্পমতি বালিকা হইয়াও, স্ত্রী-সুলভ কার্য্যে অলৌকিক বুদ্ধিমত্ত্বা প্রকাশ করিয়াছিলে। তোমার মুখ-বিবর হইতে কদাচ কালভুজঙ্গিনী-স্বরূপ তুই বাক্য বহির্গত হইয়া, কাহারও কর্ণকুহরে দংশন করতঃ, অসহ্য মর্ম্ম-বেদনা প্রদান করে নাই। তুমি গুরুজন-শুশ্রূষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইতে। প্রতিবাসীদিগের সহিত ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় সৎব্যবহার করাতে, সকলেই তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত। স্বজন কিম্বা নিকটস্থ অন্য ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, তুমি অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া, নিরন্তর কাল তত্বাবধারণ করতঃ, আরোগ্য নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছ। স্ত্রীগণমধ্যে অনর্থক আত্মকলহ উপস্থিত হইলে, তুমি মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া উভয়কে স্তুতি মিনতি পূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়াছ। তোমার সাক্ষাতে কেহ কাহার নিন্দা করিলে, অকর্ত্তব্য বলিয়া, নিষেধ করতঃ তাহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছ। ভৃত্যদিগের প্রতি অপত্যবৎ স্নেহ করাতে, সকলেই তোমার বাধ্য হইয়াছিল। তুমি এতাদৃশ গুণ-সমূহে অলঙ্কৃতা হইয়া, স্ত্রীরত্নরূপেই বিখ্যাতা হইয়াছিলে। তদনন্তর, ক্রমে তুমি যখন যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলে, তখন আত্মীয়পক্ষ আমরা সকলেই, তোমার নিমিত্ত সুবরান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু

না করিয়া পিতৃ-ধন হইতে কন্যাকে এককালীন বঞ্চনা করা যে, নিতান্ত নির্দ্দয়তার কার্য্য হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক্, ভগিনি! যখন শাস্ত্র-কারেরাই তোমাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিপাতিত করিয়াছেন, তখন আর অনর্থক বল্লালসেনের দোষ কীর্ত্তন করিয়াই বা কি করিব? ফল, অনুমান হইতেছে যে, তোমরা অবলা দুর্ব্বলা হইয়া, চির-পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধা হইয়াছ বলিয়াই, যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই তোমাদিগের প্রতি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

সহোদরে! ক্ষান্ত হও, আর রোদন করিও না, তোমার রোদন-বদন নিরীক্ষণ করিয়া, কোন রূপেই যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। অনর্থক ব্যাকুল হইয়া, ইহকাল-পরকালোপযোগী কার্য্যের ব্যাঘাত করার প্রয়োজন কি? আত্মরক্ষায় অক্ষম বিবেচনা করিয়াই ঈশ্বর স্ত্রীগণকে, স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদন পূর্ব্বক, অন্যের প্রতি সমস্ত সুখ দুঃখের ভারার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অপ্রণিধান বশতঃই পরিণামে এতাদৃশ বিষময় ফলোৎপত্তি হইতেছে। সুতরাং কোন না কোন সময়ে যে, তত্ত্বাবধারকগণকে সেই ফল ভোগ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে হইবেক, তাহার আর কদাচ অন্যথা সম্ভব নাই। ভগিনি! তোমার দুঃখস্বরূপ অমানিশাতে সুখ-স্বরূপ পূর্ণ শশধর ইহজন্মে আর কখনই উদয় হইবে না। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অবলোকন কর, ঐ তোমার দুঃখানিল সহযোগে এ নিষ্ঠুরের শোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া হৃদয়-কানন দগ্ধ করাতে তত্রস্থিত সুসুন্দর

প্রাণ-বিহঙ্গম অসহ্য মর্ম্ম-বিদারক সন্তাপ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া, অভিনব বনান্তর গমন মানসে, অত্যুচ্চকণ্ঠ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে; তাহার গমনের অধিক বিলম্বের সম্ভব নাই; অতএব এক্ষণ তোমাকে চির-দুঃখ-সাগরে নিঃক্ষেপ করিয়া চির-বিদায়-কালে শেষ-স্নেহ-স্বরূপ একটি সদুপদেশ প্রদান করিতেছি; কদাচ বিস্মৃতি হইও না। যদ্যপি জন্মান্তরে স্বামি-সুখাভি-লাষ থাকে, তবে কঠোর পাতিব্রত্য-ধর্ম্মাবলম্বনে, অকলঙ্ক দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবেক। আমার আর বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না; তবে আমি আসি।

কুলের গৌরবে, করি অভিমান,
ডুবিয়ে নিরয় মাঝে,

শোকানলে সদা, পোড়ায়ে ভগিনী,
তাহার কি দম্ভ সাজে ?

"মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ,
সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।"

কল্পতরু।
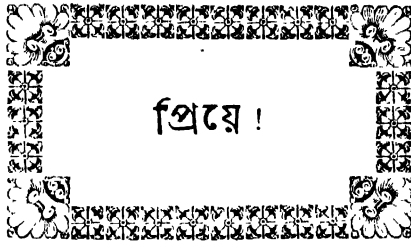
এইত কর্ত্তব্য-কার্য্যে কাল সাপেক্ষ করিয়াই অধুনা কালবশতাপন্নে কত না কায়িক মানসিক কষ্টের কারণ হইল। প্রথমতঃ দার-পরিগ্রহই কেবল সংসারাশ্রমে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ হইয়া থাকে। তদনন্তর দাম্পত্য-প্রেমাম্বুধি-সম্ভূত অনির্ব্বচনীয় অত্যাশ্চর্য্য রত্ন স্বরূপ অপত্যাদি দর্শনে, মোহ প্রযুক্ত তল্লাভে লালায়িত হইয়া ঈশ্বর-সমীপে অহরহঃ প্রার্থনা করতঃ ভাগ্যহেতু সংঘটন হইলে, আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না; সুতরাং তৎকালে বাৎসল্য-প্রেমাসক্তে ইতিকর্ত্তব্য-বিহীন হইয়া, সন্তান-সন্ততির সুখ দুঃখের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করাতে, ক্রমান্বয়ে তাহা হইতে পৌত্র-দৌহিত্রাদি অপর্য্যাপ্ত স্নেহ-মায়া-সূত্র বর্দ্ধিত হইয়া, এরূপ সুদৃঢ় বন্ধন করিতে থাকে যে, তাহা ছেদনের আর কিছুমাত্র সাধ্য থাকে না। বিশেষতঃ এই সংসার রূপ ভ্রমান্ধকার

বনে যে একটী আশা নাম্নী অতি ব্যভিচারিণী রাক্ষসী বাস করে, সে মায়াবলে কখন পুরুষরূপে স্ত্রী-সম্ভোগ করিতেছে, কখন স্ত্রী হইয়া, পুরুষে উপরত হইতেছে ; ফল, নির্লজ্জা পাপীয়সীর দুষ্টাভিসন্ধি হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেহই নিষ্কৃতি পায় না। মায়াবিনী অপুত্রকে পুত্র প্রদানের নিমিত্ত প্রতারিত করিতেছে। নির্ধনীকে ধন-লোভে মুগ্ধ করিয়া বিবিধ দুষ্কার্য্যের পথ-প্রয়োজক হইতেছে। ধনীকে ঐশ্বর্য্যপতির প্রতি দৃষ্টি করাইয়া, তল্লালসায় নানাপ্রকার ছলতার বশবর্ত্তী হেতু ঈশ্বরের অশ্রদ্ধা-ভাজন করা হইতেছে। ঐশ্বর্য্যপতিকে সম্রাট্-পদাভিষিক্ত করিতে মানস করিয়া ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম দ্বারা পৃথিবীতে রক্ত-নদী প্রবাহিত করিতেছে। এবম্প্রকারে নিশাচরী সংসারে এরূপ আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে যে, উহাকে কেহই জয় করিতে সমর্থ হইতেছে না। বরং কাল সহকারে মনুষ্যগণের দুর্ব্বল মনোবৃত্তি দৃষ্টে, দুশ্চারিণীর সমধিক আস্পর্দ্ধারই বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাণাধিকে ! আমিও সেই সুদীর্ঘ মায়াসূত্রে গ্রথিত হইয়া, আশা নিশাচরীর অনুগত হওয়াতে প্রতারিণা অভীষ্ট সিদ্ধ জ্ঞান করতঃ পরমার্থপথ এককালীন অবরোধ করিয়াছে ; সুতরাং আমি নিরন্তর তমসাচ্ছন্ন জগতের কু-মার্গ-সমূহে পর্য্যটন বশতঃ বিবিধ প্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া, অধুনা কালগ্রাসে পতিতোদ্যম হইয়াছি। অয়ি সুচতুরে ! ইতিপূর্ব্বে তব বদন-সুধাকর-বিনিঃসৃত যে বাক্যামৃত পানেচ্ছায়, শ্রবণ-যুগল সতত নিযুক্ত থাকিত, অদ্য আবার তাহা অতিশয় কঠোর বজ্র-নিনাদের ন্যায় উপ-

লব্ধি করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে কেন? নিরবচ্ছিন্ন যে কমলাক্ষিদ্বয়ের কটাক্ষ ঈক্ষণে নয়নের তৃপ্তি সাধন হইত না, অদ্য তাহা আশীবিষ জ্ঞানে, উপেক্ষা করিতেছে কেন? অধুনা তাদৃশ মৃণাল-বিনিন্দিত বাহুলতা-পাশে বন্ধনকে জীবনের সার্থকতোৎপাদন জ্ঞান না করিয়া, অসহ্য যন্ত্রণানুভব হওয়ার প্রতি কারণ? প্রিয়ে! ক্ষণকাল নিমিত্ত তোমার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া, চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিতাম; এক্ষণে ভাবি-চির-বিচ্ছেদকেও যে দুঃখ-জনক বোধ হইতেছে না। প্রাণাপেক্ষা অধিক স্নেহাস্পদ যে অপত্যাদির কিঞ্চিন্মাত্র ব্যবধান সহ্য হইত না, তাহারাও যে, অধুনা চক্ষুঃশূলরূপে প্রতীয়মান হইয়া, অতিশয় কষ্ট প্রদান করিতেছে। হায়! অন্তিম সময়ে ঐহিক সুখাকর সমুদয় পদার্থই দুঃখ-জনক হইয়া থাকে। সে সময় কেহই অস্থির মনের অপরিহার্য্য দুঃখাবশেস করিতে সক্ষম হয় না। প্রাণোপমে! যদিচ তুমি সতীত্বের প্রকৃতরূপ পরিচয় প্রদানে প্রাণ পর্য্যন্ত পতি-সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি প্রকাশ কর নাই, কি, পুত্ত্রাদিও পিতৃ-ভক্তির কদাচ অন্যথাচরণ করে নাই, কিন্তু তাহাতে কেবল ঈশ্বর তোমাদেরই কর্ত্তব্য কার্য্যের শুভ ফল প্রদান করিবেন ভিন্ন, তদ্দ্বারা আমার কোনই প্রত্যুপকারের সম্ভব নাই। ঈশ্বর কেবল স্বীয় কর্ম্মজনিত ফলমাত্রই প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, সেই ভূভারহারী ভক্ত-জন-হিতকারী ভক্ত-বৎসল ভবারাধ্য ভগবান্‌কে ভক্তি-পূর্ব্বক ভজনা না করিয়া, নিয়তকাল অনিত্য ঐহিক সুখ-

সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া, অসার ধনজনাদি-স্বরূপ কলুষ প্রস্তরাদি অন্বেষণ করিলে যে, অচিরেই ভীষণ কৃতান্তাকর্ষণে অধোগতি লাভ হইবে, তাহার আর সংশয় কি ? বরং তদ্বিষয়ে অদ্য আমিই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়া, অশেষ ক্লেশানুভব করতঃ দেহ বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছি। অতএব প্রিয়ে! চির-বিচ্ছেদ-সময়ে তোমাকে হিত-জনক কয়েকটী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদিচ এ পর্য্যন্ত সতীত্বধর্ম্ম সুন্দররূপেই প্রতিপালন করিয়াছ, বটে, কিন্তু স্ত্রীদিগের মৃত্যুকালতক সে ভয়ের কদাচ নিবৃত্তি হয় না; পদে পদেই পদস্খলনের সম্ভবস্থল। বিশেষতঃ কুৎসিত-কাল-বশতাপন্নে ইদানীন্তন অনেক মহাত্মাই বিধবার দুঃখ মোচনে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। কি জানি, তাঁহাদের প্রলোভনে, সুপবিত্র সতীত্বধর্ম্ম সংরক্ষণে অসমর্থা হইয়া, কুপথ-গামিনী হও, তন্নিমিত্ত সতর্ক করিতেছি যে, কদাচ ওরূপ ক্ষণিক সুখের প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া, নিরন্তর নির্ব্বিকার নিরাকার নির্গুণ নিস্পৃহ নিত্য সুখ-প্রদ ঈশ্বরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক, দেহত্যাগ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে ইতোধিক অপরিসীম নিত্য-সুখে অবশ্যই যে অধিকারিণী হইবে, তৎপ্রতি আর অবিশ্বাসের কিছুমাত্র কারণ নাই। অধিক আর বলিতে সক্ষম হইতেছি না, ক্রমেই স্মৃতি-শক্তির অভাব হইতেছে, এই অবলোকন কর, মৎপ্রাণ-রূপ শশধরের অস্তগমন-প্রাক্কালানুভব করতঃ সচ্চরিত্রা সুসাধ্বী অক্ষি-কুমুদিনী-দ্বয়া, কালরূপ ভাস্করাগমনের নিশ্চয়াবধারণ করতঃ আকুলিত হইয়া, পরপুরুষ স্পর্শাশঙ্কায়, মুদিত হইতেছে।

অতএব প্রিয়ে! আর কাল বিলম্ব না করিয়া, শেষালিঙ্গন পূর্ব্বক, সত্বরে শেষ বিদায় প্রদান করতঃ, তুমিও সীতাসদৃশ পরীক্ষা প্রদান নিমিত্ত, শোকানলে প্রবেশ কর, আমিও তবে এখন আসি।

প্রিয়ভার্য্যা বটে, সে জনরমণী,
পতির তোষয়ে প্রাণ।
নতুবা সে প্রেম, ভস্মে ঘৃত ঢালা,
পদে পদে অপমান॥

" পুন্নাম্নরকাদ্ যস্মা—
ত্রায়তে পিতরং সুতঃ "

মনু।

বৎস!
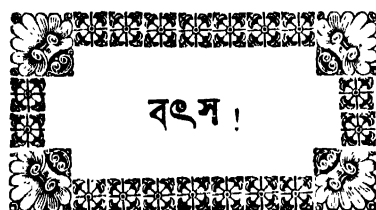
এ কি! এইমাত্র যে শয্যা হইতে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে গাত্রোত্থান করিলে? অদ্য এমন অসময়ে নিদ্রিত হওয়ার প্রতি কারণ? নিয়ত কাল আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া অযথা কালাপহারিণী নিদ্রাদেবীর সেবা করাই কি উচিত? তুমি এত দিনেও কি নিদ্রা-সুখাভিলাষের ইয়ত্তা করিতে পার নাই? অপ্রতিহত কাল জীব-সকলের আয়ুর সহিত কাল গত করিয়া ক্রীড়া করিতেছে, তৎপ্রতি কি দৃষ্টি রহিত হইয়াছে? উন্মোচিত নবদ্বার-বিশিষ্ট জীর্ণ-পিঞ্জর হইতে প্রাণ-বিহঙ্গম যে, কোন্ সময় পলায়নপর হইবে, তাহার নিশ্চয় কি? এই যে, অবলোকন কর, তোমার জরাক্রান্ত বৃদ্ধ জনক কালকবলোন্মুখ বোধে চির স্নেহ-পাশ ছেদন মানসে অদ্য চির-বিদায় নিমিত্ত আগমন করিয়া, তব চন্দ্রাননের সুধাময় পিতৃ-সম্বোধন-ধ্বনির মাধুর্য্যানুভব নিমিত্ত কর্ণযুগলকে নিযুক্ত করতঃ অপেক্ষা করিতেছে।

অতএব কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর আমার শেষ সময়ের কতকগুলি কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া, যথেচ্ছা গমন করিও।

বাপ্! কেবল আত্ম-জীবনের স্বার্থোৎপাদনের নিমিত্ত কি ভারতে আগমন করিয়াছিলে? পশ্বাদিও কি তদ্বিষয়ে অক্ষম হইয়া থাকে? ঈশ্বর বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা মনুষ্যকে সামান্য পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন কেন? সুদুর্লভ মনুষ্য-দেহ ধারণ করতঃ যদ্যপি সাধ্যানুসারে জন-সমূহের হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ না হইলে, তবে পশ্বাদি হইতে কি প্রভেদ থাকিল? যাহা হউক্, বৃথা ক্রীড়াকৌতুকাদিতে আর মনঃসংযোগ না করিয়া, জীবনাবশেষ কালতক ধর্ম্মের প্রতি মতি সংস্থাপন পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে ক্ষুধাতুরকে অন্ন, পিপাসুকে পানীয়, বিবস্ত্রকে বস্ত্র, দরিদ্রকে ধন, রোগার্ত্তকে ঔষধ, এবম্প্রকারে সমস্ত জীবে সমভাবাবলোকনে পরহিতকর সদনুষ্ঠানের বশবর্ত্তী হইয়া, উভয় লোকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন নিমিত্ত সত্বর উদ্যোগী হও।

বাপ্‌রে! এই অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কেহই কালের কঠোর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ নহে। কেবল যশস্কর কার্ত্তি-সকলই দেদীপ্যমান থাকিয়া, কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখের কারণ হইয়া থাকে; সুতরাং যশোবিহীনদিগের জীবিত মরণে আর প্রভেদ কি? যে ব্যক্তি মনুষ্যের দুঃখাংশ গ্রহণ না করিয়া, কেবল আত্ম-সুখের নিমিত্ত আহার বিহারাদির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়, তাহার দেহভার বহন যে বিড়ম্বনামাত্রই হইয়া থাকে।

যাহার চক্ষু পর-ক্লেশের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ না করিল, তাহার চক্ষের প্রয়োজন কি? যে কর্ণ অন্যের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়াছে, তাহার বধির হওয়াইত উচিত ছিল। যে হস্ত পরহিতার্থে, ধন বিতরণ না করিয়াছে, তাহার হস্তে কি ফল? যে পদ পর-বিপদুদ্ধারে পদার্পণ না করিয়াছে, সে পদের আবশ্যক? যে আত্মা পর-আর্ত্ত-নাদে আর্ত্ত না হইয়াছে, তাহা হইতে পাষাণের সমধিক কাঠিন্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব, বৎস! অযথা কাল বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র পার, পরোপকার-ধর্ম্মে ব্রতী হও। অনর্থক অসার লোভনীয় পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ভ্রমান্ধকারে পতিত হওতঃ, অন্তরাত্মাকে কদাচ কলুষিত করিও না। বাপ্! সদাকাল "আমার আমার" বলিয়া, যে সমুদায়কে উপলব্ধি করিতেছ, তত্তাবৎ যে তোমার কিছুমাত্র নহে, তাহা, তুমি যে কাহার, অগ্রে তাহার অনুসন্ধান করিলেইত বুঝিতে পার। বৎস! ঐযে অদূরে অতি জীর্ণ ও মলিন বসন পরিধানা একটী সামান্য বৃদ্ধা নারী অত্যল্প তণ্ডুল-কণা-সংযুক্ত আধারটি অতি যত্নের সহিত কক্ষে ধারণ করতঃ গমন করিতেছে নিরীক্ষণ করিতেছ, এক দিন উহাকে উহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিয়ত কাল পরস্বাপহরণ করতঃ, অন্যের মনোবেদনার কারণ হইয়া, আত্মদেহের পুষ্টি সাধনে তৎপর হইয়াছে, তাহারও কি অন্তিম সময়ে কিছুমাত্র গ্রহণ করিবার শক্তি আছে? গ্রামান্তরে যে অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু মহাত্মাকে আমরা সতত প্রভু বলিয়া সম্বোধন

করিয়া থাকি, তিনিও কি ঐহিক সুখাকর দ্রব্যসকল পরিত্যাগ না করিয়া শমন-সদনে গমন করিতে সক্ষম হইবেন? এমন কি, যিনি একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সম্প্রতি ভারতে "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক অতুলৈশ্বর্য্যের পতাকা দিঙ্মণ্ডলে উড্ডীন করিলেন, তাঁহারও কি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত শমনালয়-গমনে সাধ্য আছে? যদিচ অসংখ্য সেনানীতে তিনি নিয়তকাল পরিবৃতা আছেন, কিন্তু সে দিন তাঁহাকে রক্ষা করিতে যে কেহই সমর্থ হইবে না; সমস্তই পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাকেও একাকিনী মাত্র গমন করিতে হইবে। যে কেন না হউক্, অন্তিম সময়ে সকলেই যে এক দশা প্রাপ্ত হইবে, তাহার আর কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। বৎস! কি পিতা, কি মাতা, কি ভ্রাতা, কি ভগ্নী, কি পুত্র, কি কলত্র, কি দাস, কি দাসী, কেহই মৃত্যুকালে সঙ্গে গমন করিবে না। অধিক কি, এমন যত্ন-সংরক্ষিত দেহ পর্য্যন্ত যখন পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন আর অন্যের কথায় প্রয়োজন? বাপ্‌রে! তুমিত নিতান্ত অজ্ঞ নও, বাল্যকালে কথঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাসও করিয়াছিলে, চরাচর সমুদায় পদার্থই যে নশ্বর, ইহাত অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছ; বিশেষতঃ অদ্য আমিও যে পরহস্তে সর্ব্বস্ব প্রদান পূর্ব্বক, শূন্য হস্তে গমন করিতেছি, তাহাওত অবলোকন করিতেছ; সুতরাং সুসত্বরে শুভানুষ্ঠানে সুযত্ন প্রকাশ করিয়া সুকীর্ত্তি সংস্থাপনে সুযশোরাশি সুবিস্তৃত কর। বাপ্! এইত আমার কর্ত্তব্যানুসারে সমুদায় স্বরূপ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা,

তাহার প্রতিরোধ কে করিবে? যাহা হউক্, আর অধিক বলিতে সাধ্য নাই; এই দৃষ্টি কর; আয়ুঃ-স্বরূপ রজনী যাপন মানসে অগত্যা দেহরূপ ভগ্ন-শাখ বৃক্ষোপরি যে অত্যাশ্চর্য্য পক্ষীটী পর্য্যটন-শ্রম পরিহার করিতেছিল, অধুনা কালরূপ প্রভাতাবলোকনে, সে দিগন্তর-গমন-বাসনা প্রকাশ করিতেছে; আর অধিক অপেক্ষার সম্ভব নাই, অতএব এখন আসি ?

পিতৃভক্ত পুত্র, হয় যেই জন,
ধন্যবাদ লভে সেই।
তদিতর জন, হাস্যের কারণ,
অনাদৃত সর্ব্বত্রেই ॥

"দুহিতা প্রাণতুল্যাচ—
যদি সৎকুলচারিণী"
বিবাদচিন্তামণি।

বৎসে!

এই যে, মা আমার মধ্যাহ্নকৃত সমস্ত গৃহকার্য্য সমাধা পূর্ব্বক, বাৎসল্য-প্রেমে মুগ্ধা হইয়া, কতকগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুত্তলিকা দ্বারা নিজাপত্যের মনস্তুষ্টি সাধনে তৎপর হইয়াছে! জননীগণ অপত্য-স্নেহে আবদ্ধা হইয়া, ক্ষণকালের নিমিত্তও বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে পারে না। মা! এ আবার কি? আমাকে দর্শন করিয়াও যে এতাদৃশ লজ্জাভিভূতা হইয়া, সমস্ত গাত্র, বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে? আহা! জগদীশ্বর স্ত্রীগণকে কি আশ্চর্য্য অমূল্য-রত্নস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ লজ্জা প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীসকল উহা যতদূর যত্নের সহিত রক্ষা করিতে পারে, ততই অত্যাশ্চর্য্য শোভনীয়া হইয়া, জন-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হয়। অবলাদিগের ইতোধিক উৎকৃষ্ট সামগ্রী আর কিছুই লক্ষিত হয় না। যাহা হউক্,

বৎসে ! এক্ষণে তোমাকে একরূপ অবসর অনুমান করিতেছি ; অতএব কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত সুস্থির পূর্ব্বক আমার নিকট উপবেশন কর।

মা ! এইত প্রত্যক্ষ করিতেছ, আমার আয়ুঃ ক্রমেই শেষ হইতেছে ; আর যে অধিক দিন জীবিত থাকিব, এমত বোধ হয় না ; অনেক দিন যাবৎ মনে করিয়াছি যে, তোমাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু নানারূপ আবল্যে এতক আগমন করিতে পারি নাই ; পুনরায় যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত সম্ভবও অসম্ভব বোধ হইতেছে, অতএব অদ্য সেই প্রশ্নসকল প্রকাশ করিতেছি, সুস্থির-চিত্তে শ্রবণ করিয়া প্রকৃতরূপ উত্তর প্রদান কর। মা ! অপত্যের সহিত সম্প্রতি স্বচ্ছন্দে আছত ? তোমার স্বামীপ্রভৃতি গুরুজনেরত কুশল ? সাধ্যমত সাংসারিক কার্য্য করিতেত ক্রুটি করিতেছ না ? গুরুজনের উচিতমত শুশ্রূষায়ত অবহেলা কর না ? দেবদ্বিজের প্রতি ত যথেষ্ট ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাক ? অপত্যবৎ স্নেহ দ্বারাত স্বামীকে আহার প্রদান করিতেছ ? সখীর ন্যায় অনুগতা হইয়াত নিয়ত কাল স্বামীর মনোরঞ্জনে নিযুক্তা আছ ? বারাঙ্গনা সদৃশ সহবাস দ্বারাত স্বামীর মনস্তুষ্টি করিয়া থাক ? সর্ব্বতোভাবে পতিসেবার ত অন্যথাচরণ করিতেছ না ? ইতরেতর স্ত্রীদিগের ন্যায় ত কখনও পতি বশ নিমিত্ত ঔষধাদির প্রত্যাশিত হও নাই ? সর্ব্বজন-বশীকরণ মন্ত্রস্বরূপ শীলতাগুণ ত সুন্দররূপ সুশিক্ষা করিয়াছ ? পতির অসৎ প্রবৃত্তিগুলি তাহার স্বাস্থ্য-সময়ে

সানুনয় হিতোপদেশ দ্বারা ত নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছ? স্বামীর সদভিপ্রায়ের প্রতিত কখনও অসম্মতি প্রকাশ কর নাই? স্তুতি মিনতি পূর্ব্বক, প্রকৃত-রূপ অকর্ত্তব্য বোধ করাইয়াই ত স্বামীর অসদভিপ্রায় হইতে অব্যাহতি পাই-তেছ? সাধ্যমত অতিথি-সৎকারের ত কোন অন্যথাচরণ করিতেছ না? বন্ধুবান্ধব তোমার উচিত ব্যবহারের প্রতি ত্রুটি বিবেচনা করিয়া ত কেহ কখনও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই? সামান্যা রমণীদিগের ন্যায় কলহ-প্রিয় হইয়া ত আত্মীয় সকলের অপ্রিয়া হও নাই? প্রতিবাসীদিগের প্রতি ত কখন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাক না? ভৃত্যদিগকে ত সতত প্রিয় বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেছ? অপ্রিয় বাক্য দ্বারা ত কাহারও অন্তর্বেদনা প্রদান কর নাই? পতিপাদো-দক পান না করিয়া ত জল গ্রহণ কর না? সমস্ত পরিবারের আহারাবসানে পতিভোজনাবশিষ্টইত ভোজন করিতেছ? স্বামী-ব্যাধি-গ্রস্ত কালে ত সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার যথোপযুক্ত শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া, কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট পতি-মঙ্গল কামনা করিয়া থাক? কারণ-বশতঃ, পতিকে ম্রিয়মান দর্শন করিলে, বিশেষানুসন্ধানে আদ্যোপান্ত অবস্থা জ্ঞাতপর, তদ্বিষয়ের বিশেষ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নানা কথা দ্বারা পতির মনোবেদনার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে যত্ন প্রকাশ করত? নূতন কার্য্য উপস্থিত হইলে, স্বামীর আজ্ঞা ভিন্নত প্রবৃত্তা হও না? স্বামীর সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিয়াইত স্বীয় সুখসম্ভোগ করিতেছ? সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, কখনত পরপুরুষের সম্মুখ-বর্ত্তিনী

হও নাই ? নিয়তকাল কেবল পতি-প্রণয়িনী হইতে-ইত চেষ্টা করিতেছ ? পতি ভিন্ন কখন ত তব চক্ষুঃ-দ্বয়, সুসুন্দর সর্ব্বগুণান্বিত বলিয়া, পরপুরুষ লক্ষ্য করে নাই ? অতিশয় গোপনীয় স্থানেই ত মূত্রপুরীষাদি ত্যাগ করিয়া থাক ? স্বামী ব্যতিরেকে অতি লজ্জা-প্রদ স্ত্রীয়াশৌচ ত অন্যে অনুসন্ধানে সক্ষম হয় না ? নিজাপত্য সদৃশ ত অন্যের বালক বালিকাকে স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাক ? শোক-সময়ে ত অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃতা হও না ? ঈশ্বরানুগ্রহে সন্তোষকর কার্য্য হইলেও বাহ্যিক আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট ত নিন্দ-নীয়া হও নাই ? আপামর সাধারণের নিকট সুন্দররূপ ত আদরণীয়া হইয়াছ ? কোন কারণে তোমার প্রতি কেহত অসন্তুষ্ট হইতেছেন না ? অনুকরণপ্রিয় না হইয়া, কর্ত্তব্য বুদ্ধি অনুসারে কেবল পতি-মঙ্গল কামনা করিয়াই ত ব্রতাদি পালন করিতেছ ? প্রাতঃসন্ধ্যাসময় দেব-গৃহে ত ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া থাক ? পালিত পশুপক্ষীকে সময়ানুসারে আহারাদি প্রদানে ত ত্রুটি করিতেছ না ? রোপিত বৃক্ষাদিকে বারিসিঞ্চন পূর্ব্বক, বর্দ্ধিত করিতে ত চেষ্টান্বিতা আছ ? পালিত প্রথমপ্রসবিতা গবীর দুগ্ধ এবং সুপক্ক ফলাদি ত অগ্রে দেবতা-ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়া থাক ? দ্বেষ-বুদ্ধি-বিহীন হইয়া সমস্ত দেবেইত সম-ভক্তি প্রদর্শন করিতেছ ? রিপুগণকে বশীভূত করিতে ত নিরন্তর কাল স্থিরসংকল্পিত হইয়াছ ? গৃহোপযোগী সামান্য কার্য্যের প্রতিও ত অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাক না ?

বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত অবস্থানুযায়িক ধনাদি ত সঞ্চয় করিতেছ? ইহ পারলৌকিকে অপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া ত চতুরতা প্রকাশ করিতেছ না? ন্যায্যরূপেই ত চতুর্ব্বর্গ-ফলান্বেষণে, যত্নবতী হইতেছ? অনিত্য সংসারের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, নিয়ত কাল ধর্ম্মানুশালনেই ত রতা হইয়াছ? নশ্বর দেহের প্রতি অত্যাসক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক, ধর্ম্ম হইতে ত বিচলিতা হইতেছ না? সাধ্যমত স্ব-জন-ভরণ-পোষণের প্রতিত শ্রদ্ধান্বিতা আছ? পতি স্থানান্তরিত হইলে, তৎকার্য্যাদির ত পর্য্যালোচনা করিয়া থাক? দুঃখী ব্যক্তিকে উপহাস না করিয়া, তদ্দুঃখাংশ গ্রহণেত যত্নবতী হইতেছ? স্বপ্নেওত, মনোমধ্যে অন্যের অপকার চেষ্টা করিয়া, ঈশ্বরের নিকট ঘৃণিতা হও নাই? ক্ষুধা-তুরকে নিজ ভক্ষ্য প্রদানেও কি কাতরা হও? ফলাভি-সন্ধি না করিয়াইত, ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কার্য্য করিয়া থাক? ঐহিক সুখাপেক্ষা পারলৌকিক সুখ যে অত্যুৎকৃষ্ট, তাহা উত্তম রূপে অনুধাবন করিয়াত, তৎপথানুসারিণী হই-তেছ? সত্য ব্যতীত অসত্য বাক্যত কদাচ প্রয়োগ কর না? ক্ষণিক সুখের বশবর্ত্তিনী হইয়াত, পরমার্থ-পথ অব-রোধ করিতেছ না? পতিকেই ত সর্ব্ব-সুখ-প্রদ বলিয়া, বিশ্বাস করিয়া থাক? সর্ব্বোচ্চ সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়াইত, দেবতাজ্ঞানে পতিকে পূজা করিতেছ? পতি অপ্রসন্ন হইলেই যে, স্ত্রীদিগের ঐহিক পরমার্থ সমস্ত সুখের মূলো-চ্ছেদ হয়, তাহাত বিশিষ্টদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছ? সামান্য অলঙ্কারের নিমিত্ত পতিকে উত্তেজিত না করিয়া,

বিবিধ গুণালঙ্কারে ভূষিত হইতেই ত নিয়ত কাল চেষ্টান্বিতা আছ? সূর্য্যের অস্তোদয়-সময়ে গুরুতর ব্যক্তিদিগের পাদ-বন্দনাদি করিয়াত, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া থাক? মত্ত-মাতঙ্গ-স্বরূপ অনিবার্য্য মনকেত জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে শক্তা হইয়াছ? পতি-নিন্দা শ্রবণমাত্রইত কর্ণে হস্তার্পণ পূর্ব্বক, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাক? বিদেশাগত পতি দর্শনে, কখনত অগ্রে কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা না করিয়া, অন্যান্য প্রশ্ন উত্থাপন কর নাই? গৃহস্থিত দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপনান্তে সাবধানেত রক্ষা করিতেছ? নিজ দুঃখ সদৃশ অন্যের ক্লেশত অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছ? আপন ভিন্ন পরের বহুমূল্য রত্নাদিকেওত উপেক্ষা করিয়া থাক? অন্যের যৎসামান্য বস্তুত কখন বিনাদেশে গ্রহণ কর নাই? ব্যভিচারিণীগণত তোমার নিকট সমাদর প্রাপ্ত হয় না? অহরহঃ পতিপ্রাণা হইয়াইত কাল কর্ত্তন করিতেছ? জ্ঞানাজ্ঞানেত কদাচ সতীত্ব ধর্ম্মের সীমাতিক্রম কর নাই?

বৎসে! যে সমস্ত কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তত্তাবৎই যে, স্ত্রীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, তৎপ্রতি আর কিছুমাত্র অবিশ্বাসের কারণ নাই। বিশেষতঃ সমস্ত ধর্ম্ম হইতেই যে, স্ত্রীগণের সতীত্ব-ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা তাহার বিশেষ স্পষ্টীকৃত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পতি ধনী হউক্, কি নির্ধনী হউক্, কি গুণবান্ হউক্, কি নির্গুণ হউক্, কি সুস্থ হউক্, কি ব্যাধিগ্রস্ত হউক্, কি কুৎসিত হউক্, কি রূপবান্ হউক্, সতীত্ব-ধর্ম্মের

সহিত পতির অবস্থার কোন সংস্রব নাই। পতি যেরূপ অবস্থাপন্ন কেন না হউক্, পতিই স্ত্রীগণের দেবতা; পতিই স্ত্রীগণের বিধাতা; এতাদৃশ মতি-সম্পন্না সতীসকলকে দর্শন করিয়া দেবতারাও ভয় করিয়া থাকেন। অতি দুঃসাধ্য কার্য্য হইলেও সতীগণ অক্লেশে সুসাধ্য করিতে সক্ষম হয়। পতির প্রতি যথোচিত ভক্তি থাকিলেই, সতীসকল ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, অন্তে যে, অনায়াসে সদ্গতি লাভ করিতে পারে, তাহার আর কদাচ অসম্ভবের কারণ নাই। অতএব বৎসে! তাদৃশ কার্য্যের প্রতি মনের একা-গ্রতা নিবন্ধন পূর্ব্বক, ইহলোকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া, সুপ্রতি-ষ্ঠিতা হও। অধিক আর কি বলিব, এক্ষণ পুনরায় তোমার গৃহ-কার্য্যাদির সময় উপস্থিত হইয়াছে; বিশেষ ঐ অব-লোকন কর, সূর্য্যদেব যেন আমার পরমায়ুঃস্বরূপ রত্নাপ-হরণ করিয়া তজ্জ্যোতিঃ সঙ্গোপনে শক্ত না হওয়া প্রযুক্ত, পশ্চিমদিক্ রক্তোজ্জ্বল করতঃ অস্তগমনোন্মুখ হওয়াতে, সন্ধ্যাদেবী তদ্দর্শনে আর হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সুসত্বরে স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ নীলাম্বর পরিধানে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক জনসমূহের গৃহে গৃহে প্রবে-শানন্তর, তদ্বার্ত্তা বিকাশ করিতে লাগিলেন, সুতরাং অব্যবহিত পরেই যে, কালরূপ কলানিধি-সমাগমে, মদ্দেহ-সরঃ-স্থিত প্রাণরূপ প্রস্ফুটিত পঙ্কজকে মুদিত করিবে, তাহার আর কাল সাপেক্ষ বোধ হইতেছে না; কাযেই, অধুনা চির-বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। অতএব তুমি আপন কার্য্যে প্রবৃত্তা হও; আমি এখন আসি?

সে কন্যা পিতার যশের ভাগিনী,
পতিপ্রাণা যেই হয়।
পিতৃ-পতি-কুল উজ্জ্বল কারণে,
সেইত জনম্ লয়॥

" প্রাণাত্যয়ে বিপত্তৌচ

যোরক্ষতি স বান্ধবঃ।"

মিতাক্ষরা।

বন্ধুগণ!
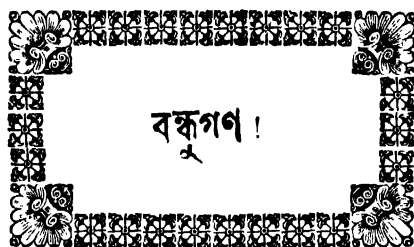
আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া, আপনাদের প্রত্যেকের নিকট গমন পূর্ব্বক, আনুপূর্ব্বিক আত্মবেদন পর্য্যাপ্ত করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিব; কিন্তু দুর্ভাগার ভাগ্যবশতঃ নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নির্ম্মমত্ব নিদারুণ অপরিহার্য্য কাল, চর কর্ত্তৃক সমস্ত সঙ্গোপিত মনোভাব অবগত হইয়া, অতিশয় কোপ প্রকাশানন্তর তৎপ্রিয়-সৈন্য-স্বরূপ কুবুদ্ধিগণ দ্বারা আমাকে নিয়ত কাল কুমার্গ-সমূহে পর্য্যটন করাইয়া, বিবিধ বিড়ম্বনা পুরঃসর অত্যল্প দিনের মধ্যে এরূপ হীনবীর্য্য করিয়াছে যে, আর ক্ষণকালের নিমিত্তও অন্যত্র গমন-সাধ্য হইতেছে না। বরং অচিরে কাল-ভবনে প্রেরণ করিবে বলিয়া, তদুপযুক্ত বেশভূষা ধারণ করাইয়া প্রস্তুত করিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত কারণে নিকটস্থ হওয়ার অপরাধ ক্ষমা পূর্ব্বক, আপনাদের মহত্ত্ব গুণে যে,

আমার এই শেষ পত্রিকাখানি পূর্ব্ববৎ স্নেহ-কণা বিতরণে বারৈক পাঠ করিবেন, এইরূপ মনোমধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস করতঃ অদ্য পুনরায় লেখনী ধারণ করিলাম। ফল, মুমূর্ষাবস্থায় ঈদৃশ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া আপনাদের নিকট নিতান্তই যে, উপহাসাস্পদ হইব, তাহার আর সন্দেহ কি ? যাহা হউক্, আর্য্যগণ ! সেই কাল-প্রেরিত দুর্দ্ধর্ষ কুবুদ্ধি সৈন্যগণ আমাকে যে ক্রমে ক্রমে এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, যৌবনমদে অন্ধ হইয়া এতক তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতে সক্ষম হই নাই। সম্প্রতি পাপিষ্ঠেরা ইষ্ট সিদ্ধি জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া জীর্ণা, শীর্ণা, মলিন-বসন-পরিধানা, পূতি-গন্ধ-বিশিষ্টা, বিকটাকারা, জরানাম্নী রাক্ষসীকে প্রহরী-স্বরূপ নিযুক্ত করতঃ স্থানান্তরিত হওয়াতে কষ্টে সৃষ্টে ঈষৎমাত্র চক্ষুরুন্মীলন করতঃ একেবারে চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিতেছি। সুকৃতিরূপ বন্ধুগণ যে কেহই আমার নিকটে নাই, কেবল বিবিধ হিংস্রক-কলুষ-পশু-সঙ্কুল-বিশিষ্ট ঘোর-তিমিরাবৃত কণ্টকাকীর্ণ সংসার-রূপ বনমধ্যে উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া একাকীমাত্র ধূলি-ধূসরিত কলেবরে দুরাচার পশুগণের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি। ক্ষণ কাল নিমিত্তও নির্দ্দয়গণ অবসর লাভ করিতেছে না। বরং উহাদের হস্ত হইতে কিঞ্চিৎকাল নিমিত্তও নিষ্কৃতি বাসনায় অনবরত ঈশ্বর-সমীপে মৃত্যু কামনাই করিতেছি ; তিনিও বুঝি পাপাধমের পাপস্পর্শ ভয়ে পরিত্রাণে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। কাযেই এ দুঃখের আর অবসান অনুমান হইতেছে না।

বন্ধুগণ ! এ দুর্ম্মতি যে কীদৃশ মতিচ্ছন্ন হওয়াতে ঈদৃশ

কষ্টানুভব করিতেছে, তাহা আপনারা শ্রবণ করিয়া অবশ্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ঈশ্বর যে প্রথমতঃ বর্ণ-চতুষ্টয়-মাত্রই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা আপনারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যদিচ তদনন্তর ক্রমে বর্ণ-সঙ্করোৎপত্তি হইয়া বিবিধ জাতির আবিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারাও মহাত্মাগণের নির্দ্দিষ্টানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস করতঃ খাদ্যাখাদ্যের নিষেধ বিধির সীমা-বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং জনসকলও তত্তৎ ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঈশ্বরও ভক্তদিগের হিত-সাধনার্থে নানারূপ ধারণ করিয়াছেন, ফল, ঈশ্বরের নানাত্ব বলিয়া আমরা যে একাধারে নানা বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া ইষ্ট লাভ করিব, তাহা কদাচ সম্ভবের স্থল নহে; বরং তাহাতে যে নিশ্চয়ই নিরয়-গমন করিতে হইবে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ পাষণ্ড প্রকৃত ষণ্ডপ্রায় হইয়া কখন যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক, চতুষ্পাঠী আদিতে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের মতানুযায়ী দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন করিয়াছে, কখনও হরিনামাঙ্কিত কলেবরে নাসিকামূল-পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করতঃ ব্যভিচারিণীগণে পরিবৃত হইয়া বিশিষ্ট রূপে রিপু-চরিতার্থতা পূর্ব্বক, গৌরাঙ্গের চেলা বলিয়া পরিচয় প্রদানে ইতরেতর কর্ত্তৃক বাবাজী সম্বোধিত হইয়াছে; কখন সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণে নির্ম্মল চিত্তে যবন-বেশে গোমাংসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে; কখন ব্রাহ্ম-সমাজে গমন করতঃ মহাত্মাদিগের মুখোচ্ছিষ্ট বক্তৃতা দ্বারা সকলের বিস্ময়োৎপাদন

করিয়াছে ; কখন বিজাতীয় পরিচ্ছদ-গ্রহণে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মী-দিগের বিশ্বাস্য হইয়া যীশুখ্রীষ্টের ভক্তরূপে খ্যাত হইয়াছে। অবশেষে খাদ্যাখাদ্যের শেষ করতঃ পৃথিবীতে আর নূতন খাদ্য বস্তু অপ্রাপ্ত প্রযুক্ত উন্মত্তের ন্যায় ক্রোধ-কষায়িত-লোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক, "ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই" বলিয়া চীৎকার করতঃ লোকের নিকট এক-বারে ঘৃণার পাত্র হইয়া, অধুনা অশেষরূপে নাস্তিকতার শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছে। এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত জনের এতাদৃশ দুর্গতিত অবশ্যই হইয়া থাকে। মনের একাগ্রতা ভিন্ন কি, ঈশ্বরারাধনার সম্ভব আছে ? ঈশ্বর যৎসামান্য হইলে কি, কুক্কুরাদিও তৎপ্রসাদ লাভে সক্ষম হইত না? ফলতঃ ঈশ্বর কেবল কর্ম্মানুযায়ী ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। যখন অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছি, কেহ বা অপ-র্য্যাপ্ত ধন বিতরণে দরিদ্রের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন পূর্ব্বক, তাদৃশ ধন-ক্ষয়েও কিঞ্চিন্মাত্র অনুতাপিত হইতেছে না ; অথচ এক ব্যক্তি আপন উদর পরিতোষ করিতেও, কাতর হইতেছে। এক ব্যক্তি বিপুল সুখ-সম্পত্তি লাভ করিয়া, দুগ্ধ-ফেণ-ন্যক্কৃত শয্যাতে শয়িত হইয়া সুখে নিদ্রা যাই-তেছে ; অন্য ব্যক্তি তৎ-পুরীষাদি মস্তকে বহন পূর্ব্বক, দূরে নিঃক্ষেপ করিতেছে। সুতরাং ইহাতে কি ঈশ্বর কাহার প্রতি অনুগ্রহ নিগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ? না, তাহা কদাচ নহে। এ কর্ম্ম-ভূমিতে জীবসকল আগমন করিয়া কেবল কর্ম্ম দ্বারা পরীক্ষা প্রদান অন্তে, ঈশ্বরের নিকট কর্ম্ম-জনিতই উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে।

কর্ম্মই ফল-লাভের হেতু-স্বরূপ। কর্ম্ম ব্যতিরেকে ঈশ্বর কদাচ ফল প্রদানে সক্ষম হন না। যদিচ নৈষ্কর্ম্মীগণ অবশ্যই মোক্ষ ফল লাভ করিতে সক্ষম হউক্; কিন্তু, স্বকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে, অকর্ম্ম বুদ্ধিই বা কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে? সুতরাং যৎকালে কর্ম্মই কর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া, ইহ ফল-ভোগ-স্পৃহার ঘৃণোৎপাদন করাইবে, তৎকালে সমুদয় জগৎ ঈশ্বরময় জ্ঞান হইয়া, ঈশ্বরে জীবে অভেদ বুদ্ধি পূর্ব্বক, জীব-সকল জীবন্মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে। অপিচ, কর্ম্ম-জনিত প্রত্যক্ষীভূত ইহ লোকে ও রাজদ্বারে জনসকল নিরন্তর কাল দণ্ড ও পুরস্কার লাভ করিতেছে। উচ্চ-বংশোদ্ভূত ব্যক্তিও চৌর্য্যাদি নিকৃষ্ট-কর্ম্ম-জনিত কারারুদ্ধ হইয়া, নিরতিশয় পরিশ্রমে মৃতপ্রায় হইতেছে; আবার হীন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও সদনুষ্ঠানে বিপুলার্থ প্রদান পূর্ব্বক, সম্মান-সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, উচ্চাসনে উপবেশন করিতেছে। ইহ পারলৌকিক উভয় কালেই যে, কর্ম্ম দ্বারা শুভাশুভ ফল লাভ হইয়া থাকে, তৎপ্রতি আর অণুমাত্রও অবিশ্বাসের কারণ নাই। বরং তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এ পাপাত্মাও যে, সৎকুলোদ্ভব হইয়া, অসৎকার্য্যের ফল ভোগ দ্বারা মর্ম্মান্তিক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

হা ধিক্! পরলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ইহ লোকে যশোলিপ্স হওয়াতেইত, এবম্প্রকার দুর্গতি লাভ করিলাম। আর্য্যগণ! যদ্যপি আমার এ সময়ে গমন-সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে কি আর পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদিগের

নিকট গমন করিয়া উচ্চবদনে বাক্য ব্যয় করিতে সমর্থ হইতাম ? (সমস্ত পথই যে) এ কুল-পাংশুল কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। আর যে, সময়ের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। দুষ্কৃতরূপ অনল, পাপ-পুঞ্জ দেহ-কাষ্ঠে সংযোগ হওয়াতে দুরন্ত কালরূপ অনিল-প্রভাবে এককালীন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এইত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শিথিল হওয়াতে, হস্ত হইতে লেখনী স্খলিতা হইয়া, ভূমিতে পতিতা হইল। কিছুমাত্র যে, আর চক্ষুগোচর হইতেছে না। (সমস্ত আশাইত) ইহ জন্মের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। হায়! কি সর্ব্বনাশ! বন্ধুগণ! এই যে আমার অন্তিম কাল উপস্থিত; যদ্যপি এ সময়ে আপনারা কেহ দয়া পূর্ব্বক, আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন, তবে আমার এই শেষ অনুরোধটী আপনাদের বন্ধুজনোচিত কার্য্যের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া, ধর্ম্মদৃষ্টে নিশ্চয় প্রতিপালন করিবেন। এ নরাধমের শরীর হইতে অন্তরাত্মার বিচ্ছেদানুমান করতঃ প্রায়শ্চিত্তাশঙ্কায়, কদাচ পাপাসক্ত দেহ স্পার্শ না করিয়া শববাহক দ্বারা সেই শৈল-সুতা, সুরেন্দ্র-গণ-বন্দিতা, সুর-শৈবলিনী, সগর-কুলোদ্ধারিণী, শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণী, ত্রিলোক-পবিত্র-কারিণী, চতুর্ব্বর্গ-ফল-প্রসবিনী, মুমুক্ষু জনে মোক্ষ-ফল-দায়িনী, করীন্দ্র-দর্প-হারিণী, বীরেন্দ্র-ভীষ্ম-জননী, হর-হৃদ্বিলাসিনী, মহেশ-মনোমোহিনী, ভক্ত-গণ-হিত-সাধিনী, সর্ব্ব-শাপ-বিমোচনী, ত্রিপথ-গামিনী, কাল-নিবারিণী, ভগীরথ-যশোবিস্তারিণী, গঙ্গা দেবীর সলিলে অকীর্ত্তিকরের দেহ বিসর্জ্জন করাইয়া আপনাদের চিরকীর্ত্তিরূপ সুযশোরাশি সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত করিবেন।

কণ্ঠ অবরোধ হইল, আর বাক্য নিঃসরণে সমর্থ হইতেছি না, অতএব এখন আসি ?

বিপদ সময়, নিঃস্বার্থ মনেতে,
হিত চেষ্টা দেখি যাঁর।
সেই বন্ধুজন, তাঁহার হৃদয়,
করুণা-রস-ভাণ্ডার ॥

প্রভোরাচরিতং কর্ম্ম
প্রজ্ঞয়া যেন সেবিত—
মমাত্যঃ সৎসভাপুজ্যো
ব্যবহারাণুদেশতঃ ।

অমাত্যগণ !
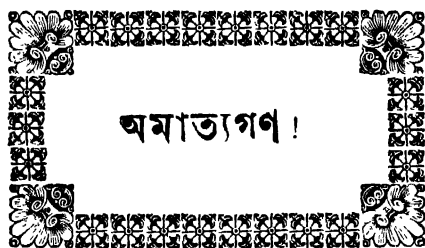
আপনারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, আমি আপনাদের প্রভু এবং আমারই দাসত্ব-কার্য্যে আপনারা নিযুক্ত আছেন; আমিই আপনাদিগকে ভরণ পোষণ করিতেছি; সুতরাং আমার নিমিত্তই আপনারা নিরতিশয় পরিশ্রম সহকারে নিয়মিত কালে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। বাস্তবিক, তাহা যে, আপনাদের ভ্রমাত্মিকা বুদ্ধি, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই যে, সাক্ষাৎকার দৃষ্টি করুন্‌, আমি কাল-প্রেরিত হইয়া, অদ্য সমুদয় ঐহিক সুখেই জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক, একাকীমাত্র শমনালয়ে গমনোদ্যোগী হইয়াছি। কোন বস্তুতেই আর অধিকার রহিল না। আত্ম-পরিজনও কেহ পূর্ব্বের ন্যায় আত্মীয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক সঙ্গে গমন করিবে

না। অধুনা সমস্ত সুখ-সামগ্রীই অন্যের অধিকৃত হইবে। অথচ আপনাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল কিছুমাত্র শ্লথ না হইয়া, পূর্ব্ববৎ সুদৃঢ়ই রহিল। তবে কিঞ্চিন্মাত্র এই প্রভেদ হই-তেছে যে, অদ্য আমাকে আপনারা স্বামী বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, কল্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঐ রূপ সম্বোধন করিতে হইবে; ফল, মনুষ্য কদাচ মনুষ্যের প্রভু হইতে পারে না। অর্থই সকলের প্রভু; তাহার জড়ত্ব নিবন্ধন উপলক্ষ দ্বারা স্বীয় কর্ম্ম সুসাধিত করিয়া থাকে; সুতরাং পূর্ব্ব সুকৃতানু-সারে মনুষ্য-সকল অর্থাধীন হইয়া, ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কালতক আপন পোষ্য-বর্গ-সমীপে প্রভুরূপেই পরিগণিত হয়। তদ্ধেতু আমিও অদৃষ্টানুসারে অপেক্ষাকৃত ধনাধিকারী হও-য়াতে, কিয়ৎকালের নিমিত্ত আপনাদের নিকট প্রভু বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। ধন কর্ত্তৃকই লোকের অবস্থান্তর হইয়া থাকে। অবস্থার পূজা ভিন্ন মনুষ্য কখনই পূজনীয় নহে। যদ্রূপ বিপুলৈশ্বর্য্য-পতি ধন-বিহীন হইলে, লোকের নিকট সমাদৃত হয় না, তদ্রূপ নীচ ব্যক্তিও আবার ধনশালী হইলে সকলের পূজ্য হইয়া থাকে। অর্থ-লোলুপ ব্যক্তিই ধনীর বশীভূত হয়, স্বার্থশূন্য জনেরা কদাচ মনুষ্যের উপ-সর্পণা করে না। মায়াচ্ছন্ন হইয়া বিষয়াসক্তি প্রযুক্তই, মনুষ্য-গণ প্রভু পরিজন বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। আপনারাই যে আমাকে ভ্রম বশতঃ প্রভু বলিয়া মনে করিতেছেন, এমত নহে; আমিও সেই তামসী বুদ্ধির বশতাপন্নে আপনাদিগ-কেও অধীন রূপে জ্ঞান করিতাম। অধুনা সাংসারিক মায়ার বিচ্ছেদ হওয়াতেই এতাদৃশ চৈতন্য লাভ করিয়াছি।

হায়! আমি অত্যল্প দিবসের নিমিত্ত যৎসামান্য ধনাধিকারী হইয়া, কতই না কুকার্য্য করিয়াছি। জীবমাত্রই যে, এক ঈশ্বরের সৃষ্ট, তৎপ্রতি কিছুমাত্র প্রণিধান না করিয়া আমি অসার ধন-গৌরবে মত্ত হওয়াতেই আপনারা আমার নিকট সর্ব্বদার জন্য লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনাদিগকে সদ্বংশীয় জ্ঞান না করিয়া, হেয়ত্বরূপেই গণ্য করিয়াছি; স্বীয়াভীষ্টের প্রতি লক্ষ্য করতঃ আপনাদিগকে কার্য্যানুরোধে আলয়-গমনে বাধা দিয়া বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি; এমন কি, আত্মীয় জনের মৃত্যু-সময়েও উপস্থিত হইতে না দিয়া, চিরদিনের নিমিত্ত মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রদান করিয়াছি। আমার ইষ্ট-সাধনার্থে আপনারা শপথাদি করিয়া স্বীয় পরমার্থপথ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন। আপনাদের বিবিধ বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও আমা কর্তৃক নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছেন। অভিপ্রেত কার্য্য সমাধা পক্ষে কিঞ্চিৎকাল গৌণ হইলে, অমনি অসন্তোষ প্রকাশ করিতাম; অথচ কার্য্যোদ্ধার করিলেও, অসঙ্গত ব্যয় বলিয়া উচিত অর্থ প্রদানে কুণ্ঠিত হইয়াছি। আত্ম-সুখ-সন্তোষকর কার্য্যের প্রতি নিয়ত কাল আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ পূর্ব্বক, আপনাদের বিশ্রাম-সুখেরও বিঘ্ন করিয়াছি। অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম দ্বারা অধিক লভ্যজনক কার্য্য সম্পাদন করিয়াও কিছুমাত্র পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই; বরং অনবধানতা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ ক্ষতির কার্য্য হইলেও ক্ষমা না করিয়া, অনুচিত কোপ প্রকাশ করিয়াছি। আপনাদের শত্রুপক্ষ দ্বারা মিথ্যাপবাদ প্রমাণ হইলেও ছলতা পূর্ব্বক সত্যতা জ্ঞান জন্মাইয়া যথোচিত ভৎর্সনা করিতেও লজ্জিত

হই নাই। কার্য্যানুরোধে অন্যত্র প্রেরণ করিয়া, নিয়মিত বেতন ব্যতীত কপর্দ্দকও প্রদান করি নাই। ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও, করুণা প্রকাশ না করিয়া, সুস্থ কালতক মাসিক প্রাপ্য বেতন কর্ত্তন করিয়াছি। আপনাদের সহিত প্রায়-শঃই অসৎ ভিন্ন সৎ ব্যবহার করি নাই। নিয়মিত ব্যতীত, নূতন কার্য্যোপলক্ষে আপনারা ন্যায্য ব্যয় করিলেও তৎ-প্রতি বিশ্বাস না করিয়া গোপনানুসন্ধান করিতাম। ফলতঃ কোন রূপে আপনাদের ত্রুটি প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিল। আমাকে কুকার্য্যোদ্যত দর্শন করিয়া, হিতার্থে আপনারা তন্নিবারণে চেষ্টিত হইলে, নিবারিত না হইয়া, বরং ক্রোধ প্রযুক্ত অবজ্ঞা করিয়াছি। নীচ লোকের পরামর্শানুসারে আপনাদের নির্ম্মল চরিত্রের প্রতিও দোষারোপ করিতে ত্রুটি করি নাই। বিপদ-সময়ে আপনাদের কর্ত্তৃক অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াও, তৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠাতা বলিয়া আপনাদিগকে নির্যাতন করিয়াছি। সাধ্য থাকিলেও আপনাদের শ্রমোপা-র্জ্জিত অর্থ সময়ানুসারে না দিয়া বিব্রত করিয়াছি। কোন কারণে আপনারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে, তৎ-প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া, অসহ্য কষ্টানুভব করাইয়াছি। আমি আপন দোষে বিভ্রম হইয়া, আপনাদের সম্ভ্রম পর্য্যন্ত ধ্বংস করি-য়াছি। আমার কুকার্য্যাদির দুর্নামে আপনারা ভদ্রসমাজে মুখাবলোকনে অক্ষম হইয়া, স্তুতি মিনতি পূর্ব্বক কতই না নিষেধ করিতেন। তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া, কিছু-তেই নিবৃত্ত হই নাই। আমার হিত-সাধনের নিমিত্ত আপ-নারা না করিয়াছেন, এমন কার্য্যই নাই; অথচ তদ্ধেতু

সন্তুষ্ট না হইয়া, বরং আপন অভীষ্ট সিদ্ধিকারক বলিয়া, নিন্দা করিয়াছি। স্বচ্ছন্দ যানবাহনাদি সত্ত্বেও, কার্য্যানুরোধে আপনাদিগকে পদব্রজে দূর-প্রদেশে প্রেরণ করিয়া, অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিয়াছি। কৃপণতা নিবন্ধন অতিথিগণকে অভ্যর্থনা না করিয়া, কটুবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করাতে আপনারা আমার কুৎসাশঙ্কায় স্বীয়ার্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করতঃ বিদায় করিয়াছেন। আমার দুঃখ-সময় আপনারা প্রাণপণ করিয়া তন্নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন; সময়বিশেষে আপনাদের কষ্টের কারণ হইলে তৎপ্রতি কটাক্ষপাতও করি নাই। ফল, কতরূপেই যে, আপনাদের মনের অসুখ জন্মাইয়াছি, তাহা বলিয়া শেস করিতে পারিতেছি না। কিন্তু, বিবেচনা করিয়া দেখুন্, আমিই যে কেবল আপনাদিগের সহিত এরূপ অসৎ ব্যবহার করিয়াছি, এমত নহে; কালানুসারে সামান্য ধনবান্ ব্যক্তিও মাৎসর্য্যাদির বশবর্ত্তী না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিতে পারিলেই আর উচ্চ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, নিয়ত কাল অধঃপ্রতি লক্ষ্য করতঃই, উন্মত্তের ন্যায় হিতাহিতবিবেকশূন্য হইয়া, বিষময় বিসয়-সাগরে নিমগ্ন পূর্ব্বক, অহরহঃ বাহ্যিক শোভাকর পাপরূপ প্রস্তরাদির অন্বেষণে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। হায়! ধনশালী ব্যক্তিগণ যদ্যপি সদুদ্দেশে আপন সত্ত্বের ষোড়শাংশমাত্র নিঃস্বার্থে ব্যয় করিত, তাহা হইলে কি আর পৃথিবীস্থ নিঃস্বগণকে এতাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত? অমাত্যগণ! আপনারা অপক্ষপাতে বারেক ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করুন্,

প্রায়শঃস্থলেই যে, মৎসদৃশ লক্ষ লক্ষ গুণধর লক্ষ্য করিবেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল ভারতমাতার এরূপ হীনাবস্থাত তাঁহার ধনী সন্তানগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। স্থূলতঃ কাল বশতঃ যে, মনুষ্যগণের এবম্বিধ দুর্ম্মতি উপস্থিত হইবে, তাহাত বহু পূর্ব্বেই মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তদ্বিষয় আর অধিক আন্দোলন করিয়া সুসার কি ? আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল-ভোগ করিয়া গমন করিতেছি; ইতোধিক অবশিষ্ট থাকিলে পরজন্মেও অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। যাহা হউক্, আপনারা আর অনর্থ অর্থলোভে পরাধীনতা-সূত্রে বদ্ধ না হইয়া শ্রমাতিশয়ে স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করুন্। অবশেষে আপনাদের নিকট এই শেষ প্রার্থনা করিতেছি যে, এ কাল পর্য্যন্ত আমার প্রতি আপনারা যাদৃশ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক দুরাচারের পূর্ব্বকৃত সমস্তাপরাধ ক্ষমা করিয়া, পামরের কায়-প্রাণের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ-সময়ে সর্ব্বাঙ্গে সুদুর্লভ গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপনান্তে হরিনামাঙ্কিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে বেষ্টনানন্তর উচ্চৈঃস্বরে "হরে ! মুরারে ! মধুকৈটভারে !" ইত্যাদি শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তন করতঃ সৌহার্দ্দের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক সুযশোধ্বজ সংস্থাপনে কদাচ অন্যথা করিবেন না। আর কখন সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভব নাই; কাযেই চিরবিদায় প্রদান করুন্। তবে এখন আসি ?

স্বার্থিক অমাত্যে, অকারণে সদা,
করি প্রভু অপমান।
আপন অজ্ঞতা, বিশিষ্ট প্রকারে,
করায় সে সপ্রমাণ॥

" ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং
কিন্তু সম্ভাবিতানাং।"

ভৃত্যগণ!
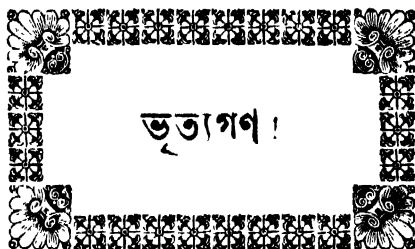
যদিচ তোমরা স্বীয় প্রাক্তনানুসারে বিবিধ হেয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, যৎসামান্য অর্থ-লালসায় অপরিমিত পরিশ্রম সহকারে আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, আমার সুখ-সাধনে নিযুক্ত আছ; কিন্তু আমি তজ্জন্য তোমাদের প্রতি কিছু-মাত্র দয়া প্রকাশ না করিয়া, নিয়ত কাল কষ্ট প্রদানই করিয়াছি। বিবেচনা করিলে, তোমরাই যে, সাংসারিক-দিগের শারীরিক সুখের প্রধান সহায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। তোমরা যাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাক, অন্যে কদাচ তাহাতে শক্ত হয় না। শীত কালে বস্ত্রের তন্ত্রতা হেতু একরূপ অবশাঙ্গ হইয়াও কার্য্য-সম্পাদন কর। গ্রীষ্মাতিশয়-সময়ে সুপ্রখর আতপ-তাপে সন্তাপিত হইয়া, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে ব্যাকুল-হৃদয়েও, কিছু-মাত্র অবহেলা না করিয়া আপন ভারার্পিত কার্য্য নির্ব্বাহ

করিয়া থাক। প্রাবৃট্-কালোপস্থিতে, প্রভু-হিতার্থে দিবা-রাত্র প্রায় আর্দ্র বস্ত্রেই কালাতিপাত করিয়া দুঃখ ভোগ কর। এবম্প্রকারে তোমরা নিয়ত কাল শীতোষ্ণ-সহিষ্ণু হইয়া, কেহ বা আমার আহারাদির পারিপাট্য করিয়াছ; কেহ বা উপবেশন-গৃহ সুসজ্জিত করিয়াছ; কেহ বা শয়ন-মন্দিরে শয্যা-রচনায় নিযুক্ত ছিলে; কেহ বা সুন্দর-রূপ বিলাসোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিয়া, সন্তোষ-সাধন করিয়াছ; কেহ বা অঙ্গ-সংস্কারে নিযুক্ত ছিলে; কেহ বা তৈল-মর্দ্দনে কুশল বলিয়া পরিচয় দিয়াছ; কেহ বা কেশ-বিন্যাসে পারিপাট্য দর্শাইয়াছ; কেহ বা বস্ত্র-কুঞ্চ-নের তাৎপর্য্যানুভব করাইয়াছ; কেহ বা পরিচ্ছদাদি পরিধান করাইতে পারগ ছিলে; কেহ বা পদসেবা করি-য়াছ; কেহ বা ব্যজন-কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে; কেহ বা নিদ্রা-সময় সশস্ত্র হইয়া, সচকিতে শত্রু-নিবারণ করিয়াছ; কেহ বা নিরন্তর আজ্ঞা-বাহক হইয়া, আমার মুখ-প্রতি লক্ষ্য করতঃ কালাতিপাত করিতেছিলে; কেহ বা গমন-সময় ছত্র দ্বারা আতপ নিবারণ করিয়াছ; কেহ বা তৈজসাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া সুসজ্জিত রাখিতে; কেহ বা বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছ; কেহ বা কাচ-নির্ম্মিত দীপাধারগুলি সযত্নে রক্ষা করিতেছিলে; কেহ বা মূল্যবান্ দ্রব্যাদির প্রতি সতত সুযত্ন প্রকাশ করিয়াছ; কেহ বা বস্ত্রাদির মলাপ-কর্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলে; কেহ বা ক্ষৌর-কার্য্য সম্পা-দন করিয়াছ; কেহ বা পরিত্যক্ত-পুরীষ-পরিপূরিত স্থানের

দুর্গন্ধ নিবারণ করিয়াছ; কেহ বা প্রাঙ্গণাদি সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক, আবর্জ্জনার নিরাকরণ করিয়াছ। এবম্প্রকারে তোমরা উত্তমরূপে স্ব-স্ব-কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করা সত্ত্বেও, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন কাল অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক, নানারূপ দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্তর্ব্বেদনাই প্রদান করিয়াছি। কোন কারণে তোমাদের কর্ত্তৃক সামান্য বস্তু নষ্ট হইলেও, নূতন সময়ের মূল্যাবধারণ করতঃ তোমাদিগের বেতন কর্ত্তন করিয়া লইয়াছি। কার্য্য-কালে ক্ষণকাল অনুপস্থিত অপরাধও সহ্য না করিয়া, অবিহিত প্রতীকার করিয়াছি। অর্থাভাবে তোমাদের সাংসারিক কষ্ট হইলেও প্রাপ্য বেতন না দিয়া ঋণ-গ্রস্ত করাইয়াছি; তোমরা নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া, কার্য্য করিলেও, নির্ভয় বলিয়া ভৎসনা করিয়াছি। এবম্বিধ নিয়ত কাল তোমাদিগকে যে কতপ্রকার বিড়ম্বিত করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদিচ তোমরা ক্ষুদ্র-বেতন-ভোগী বলিয়া নিরুপায় প্রযুক্ত সমুদয় যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ; কিন্তু সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর কেন তাহা সহ্য করিবেন? তিনি অহরহঃ জীব-সকলের সমুদয় পাপ-পুণ্যই অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার নিকটত নীচানীচ কিছুই প্রভেদ নাই। তিনিত কাহাকেও উচ্চ-কুলোদ্ভব বলিয়া ক্ষমা করিবেন না। কাহাকেও ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া, শাস্তি দিতে বিরত থাকিবেন না। কাহারও সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ হইবেন না। যে যদ্রূপ কার্য্য করিবে, অবশ্যই তাহাকে তদ্রূপ ফল প্রদান করিবেন। এই যে,

আমি দুরূহ অপকৃষ্ট ব্যাধি-সমূহের মর্ম্মান্তিক যাতনায় উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া দিবারাত্র মলমূত্রাদিতে শয়ন করিয়া নরক-ভোগ করিতেছি। আমার গাত্রের দুর্গন্ধে তোমরাও নিরন্তর অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছ। হায়! পরিণামদর্শী না হইয়া কার্য্য করিলেইত এতাদৃশ দুর্গতির কারণ হইয়া থাকে। যাহা হউক্, ভৃত্যগণ! আমার শেষ দশা ও তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যথাসাধ্য ঈশ্বর-প্রতি মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক, কার্য্য করিও; অযথা আত্ম-কৃত ব্যাধির উদ্ভব করিতে কদাচ সচেষ্ট হইও না। এই যে তোমাদের সহিত ক্ষণকাল বাক্য-ব্যয় করিতে করিতেই একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ ঐযে আমার সম্মুখে এক জন বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ লৌহ-মুদ্গার হস্তে করিয়া, নানারূপ বিভীষিকা দর্শন করাইতেছে। আর বুঝি অধিক কাল-বিলম্ব নাই; অতএব তোমরা আমার পূর্ব্বকৃত সমস্ত অন্যায় ব্যবহার মনে না করিয়া, ঈশ্বর-নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। অধিক বাক্য-ব্যয়ে অসমর্থ; তবে এখন আসি ?

যে স্বামী সতত, হীন-বৃত্তি-জীবী-
ভৃত্যগণে দেয় ক্লেশ।

তাহার হৃদয়, পাষাণে নির্ম্মিত,
নাহিক দয়ার লেশ॥

"গোগজাশ্বমহিষাদ্যাঃ
পশবস্তৃণবৃত্তয়ঃ।
জীবন্তি খলু নিঃস্বার্থাঃ
পরেষাং হিতকাম্যয়া॥"

বিবাদকল্পতরু।

পশুগণ!
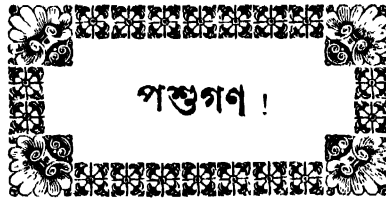
সম্প্রতি আমি কাল-বশতাপন্নে মৃত্যু-মুখে পতিতোন্মুখ হওয়াতে, চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধুবান্ধবাদির নিকট শেষ বিদায় গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সকলের স্নেহ-সূত্র হইতে বিনির্ম্মুক্ত হওতঃ ভাবী বিচ্ছেদ-যন্ত্রণাদি উপেক্ষা করিতেছি; তদ্ধেতু অদ্য তোমাদের সান্নিধ্যে আগমনমাত্র, যেন তোমাদের আনু-পূর্ব্বিক গুণ-সমষ্টি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া, মনোমধ্যে একরূপ অত্যাশ্চর্য্য নবভাবের আবির্ভাব হওয়াতে এককালীন স্নেহ-কারুণ্যাভিষিক্তে ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়াছি। যদিচ ঈশ্বর তোমাদিগকে চতুর্ব্বিধ বুদ্ধিবৃত্তিমাত্র প্রদান করিয়া, সামান্য পশুরূপে বিখ্যাত করিয়াছেন; কিন্তু তোমরাই যে পৃথিবীস্থ জন-সমূহের

সমস্ত সুখ-সাধনের হেতু-স্বরূপ, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষতঃ তন্মধ্যে গোজাতি যে, মনুষ্যের জীবন-সর্ব্বস্ব ধন, তৎপ্রতি আর কোনই আপত্তির কারণানুমান হয় না। গো-সকল মাতৃ-স্থলাভিষিক্ত হইয়া মনুষ্যগণকে দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপালন করিতেছে। গো-গণ, কৃষিকার্য্যের প্রধান উপায় হইয়া হল-প্রবাহ দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ উপাদেয় উদ্ভিজ্য প্রদান করিতেছে, গো-কুল ভারবাহী হইয়া, গৃহোপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী বহন করতঃ গৃহস্থের শ্রমাপনোদন করিতেছে। আমরা যাবতীয় সুখ-সেব্য বস্তুই গো-প্রসাদে লাভ করিয়াছি। গো ভিন্ন উৎকৃষ্ট উপাদেয় পদার্থ প্রাপ্তির কদাচ সম্ভব নাই। গো ব্যতীত সংসারাশ্রমীদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অন্য সম্বল কিছুই লক্ষ্য হয় না। গোগণ যাদৃশ শুদ্ধ শান্ত পরোপকারী পশু, তাদৃশ আর কোন বস্তুই পৃথিবীতে নাই। যদিচ অন্যান্য পশুও অপেক্ষাকৃত মনুষ্যের উপকারী এবং প্রয়োজনীয় বটে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃই রাগান্ধ-স্বভাববিশিষ্ট। অশ্বগণ দ্রুতগমনশাল বলিয়া, মনুষ্যগণের গমনাগমনের যথেষ্ট সাহায্যকারী হইলেও তাহারা দুষ্ট-স্বভাবাপন্ন। বৃহৎকায় হস্তী-সকল সহজেই মনুষ্যের বশীভূত হইয়া, অতিশয় দুরূহ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছে ; অথচ তাহারা অত্যন্ত ক্রোধ-পরায়ণ। হস্তী দ্বারা প্রায়শঃস্থলেই নরহত্যা প্রভৃতি বিস্তর আপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। গৃহ-পালিত পশু মধ্যে ছাগমেষগুলি ক্ষুদ্র ও নিরীহ। ফল, তৎকর্ত্তৃক অন্য কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই, তবে অনেকে তাহা-

দের মাংস দ্বারা দেহ-পুষ্টি হইতে পারে বলিয়া মনে করেন। স্থূলতঃ পালিত পশ্বাদি কেহই মনুষ্যের অনুপকারী নহে। সুতরাং যদ্দ্বারা মনুষ্যগণ নিরন্তর কাল উপকৃত হইতেছে, সাধ্য পর্য্যন্ত তাহাদের উপকার করাই মনুষ্যত্বের কার্য্য। তাহা না করিয়া, মাংস হইতে অপর্য্যাপ্ত উপাদেয় খাদ্য-বস্তু সত্ত্বেও, কুৎসিত কালের বশতাপন্নে, কু-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাপকর উপকারী-পশু-হত্যা পূর্ব্বক, ক্ষণধ্বংসী জীবনকে অযথা কলঙ্কিত করিতেছে। হায়! হিত-সাধক-পশু-হিংসার নিমিত্তই কি ঈশ্বর মনুষ্যগণকে হিতাহিত বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন? অচিরস্থায়ী ক্ষণবিধ্বংসী দেহ কি ধর্ম্ম হইতেও অধিক মূল্যবান্? যদিচ গোমাংস মহম্মদমতাবলম্বী যবনদিগের অখাদ্য না হউক্, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে হিন্দু-জাতির নিকট গো-গণ যে সর্ব্বথারূপে দেবতা-স্বরূপ পূজনীয়, শাস্ত্রাদিতে তাহার ভূরি ভূরি স্পষ্টীকৃত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তথাপি আর্য্যবংশোদ্ভূত-সন্তান-মধ্যে কেহ কেহ ঐ ঘৃণাকর দুষ্কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া কি নিমিত্ত যে জন-সমাজে নিন্দনীয় হইতেছেন, তাহা মৎ-সদৃশ নির্ব্বোধদিগের বোধগম্য যে নিতান্তই অসম্ভব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক্, মৎ-পালিত তোমরা যে কয়েকটী পশু আছ, সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে ফল প্রদান করিয়া আমাকে এরূপ সুদৃঢ় স্নেহ-পাশে বদ্ধ করিয়াছ যে, তোমাদের ভাবী বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে; কেহ বা একাল পর্য্যন্ত দেব-দুর্লভ অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় দুগ্ধ দ্বারা

আমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছ ; কেহ বা যানাদি বহন দ্বারা পর্য্যটনের শ্রমাপনোদন করিয়াছ ; কাহার সহায়ে হিংস্রক অধম পশুদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক উত্তম পশুদিগের প্রাণ রক্ষার কারণ অনুমান করতঃ মনোমধ্যে অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি। নিরীহ পশুরা নিরন্তর প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করাতে নয়নের তৃপ্তি সাধন হইয়াছে।

এবম্প্রকারে তোমাদের গুণে বশীভূত হইয়া সাধ্যানুসারে তোমাদিগকে অপত্য জ্ঞানে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি ; অধুনা আমি কৃতান্ত-সমীপে গমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া তোমাদের মুখ নিরীক্ষণে অত্যন্ত শোকাকুল হইতেছি। কি জানি, ইতঃপর মৎস্থানাভিষিক্ত উত্তরাধিকারীগণ তোমাদের প্রতি ঈদৃশ দয়া প্রকাশ করিবে কি না, তাহার নিশ্চয় কি ? সুতরাং ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন কৃপাকটাক্ষপাতে তোমাদিগকে নিয়ত কাল রক্ষা করেন। এ দিকে আমার মস্তকস্থিত কেশকলাপ কাল-মুষ্টি-গত হওয়াতে তদাকর্ষণে আর ক্ষণ কাল তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। অতএব তোমরা বিশ্রাম-সুখ অনুভব কর ; আমি এখন আসি ?

লোক-হিতকর পশুর সৃজন,
করিলেন যে ঈশ্বর।

তাঁরে নমস্কার, করি অনিবার,
তিনিত নিঃস্বার্থপর ॥

"বিহগাঃ সর্ব্বদা তুষ্টাঃ
শোক-মোহ-বিবর্জ্জিতাঃ।"

পক্ষিগণ।
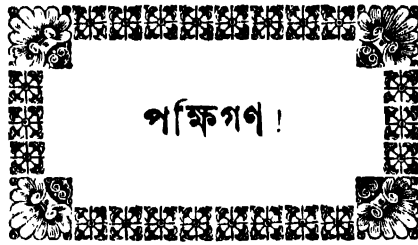
গত নিশির শেষ-যামার্দ্ধ-সময়ে সন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর আলিঙ্গনে বিমুখ হওয়া প্রযুক্ত শয্যোপরি ঈষদুন্মীলিত-নেত্রে প্রকৃতির স্তিমিত ভাবাবলোকনে মনোমধ্যে নানারূপ ঐশ্বরিক নিয়মাবলীসকল উদ্রেক হওয়াতে প্রেম-পুলকিত-চিত্তে একতান মনে ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছিলাম; ইত্যবসরে অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য একরূপ অস্ফুট সুমধুর সুস্বরগুলি একতাবদ্ধে কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করাতে শ্রবণদ্বয় অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতানুসন্ধানে তদ্দিকে নিয়োগ হইল। তৎকালে জন-সমূহের অচৈতন্য বশতঃ পবনদেব যেন মৃদু-পদ-বিক্ষেপণে বৃক্ষাদির মর্ম্মর শব্দ রহিত পূর্ব্বক আগমন করতঃ আশ্চর্য্য জগতের গম্ভীর ভাব দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং

ক্রমে ক্রমে শ্রবণ দ্বারা মনের বিষয়ীভূত হওয়াতে জানিতে পারিলাম যে, সুস্বর-বিশিষ্ট বিহঙ্গমকুল কুলায়ে উপবেশন করতঃ যেন দিনমণির আগমন-বার্ত্তা সকলকে পরিজ্ঞাত করাইতেছে। আহা! সে সময়ের মাধুর্য্য-লহরী প্রবাহিত হইয়া চির-দুঃখী জনেরও হৃদয়ানল কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত করিতে থাকে। তদনন্তর পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্ব দিক্ রাগ-রঞ্জিত হওয়াতে জন-সমূহ জাগরিত হইয়া কোলাহল-ধ্বনি করিলে যেন পক্ষিকুল অভীষ্ট সিদ্ধি জ্ঞান করতঃ আহারার্থী হইয়া দিগন্তব্যাপী হইল; কিন্তু শ্রবণ-যুগল আর তদ্বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ ঐরূপ সুস্বর শ্রবণ নিমিত্ত অধৈর্য্য হইয়া বারম্বার মনকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। যদিচ, জরা প্রযুক্ত গমনাগমনে একরূপ শক্তি-বিহীন হইয়াছি, তথাপি মনের আগ্রহাতিশয়ে অস্থির হইয়া তদ্বশীভূতে অগত্যা ভৃত্যদ্বয়ের স্কন্ধোপরি হস্তার্পণ করতঃ কষ্টে সৃষ্টে আবার সেই অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণোদ্দেশে সন্নিকটস্থ মৎকৃত উপবনে প্রবেশ করিলাম. ফলতঃ পূর্ব্বে কোন পক্ষ্যাদির রূপ দর্শন না করিয়া কেবল স্বরানুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু বিপিনস্থ পক্ষিসমূহের চিত্রবিচিত্রিত অত্যাশ্চর্য্য সুন্দর রূপাবলোকনে যাদৃশ নয়নের আনন্দোৎপাদন হইয়াছিল, আক্ষেপের বিষয় যে, তাহা কোনরূপেই চিত্রিত করিয়া সকলকে দৃষ্টি করাইতে পারিলাম না; তবে নবানুরাগী বন-বিহারিগণ যে অবশ্যই সেরূপ অপরিসীম সুন্দররূপরাশি মধ্যে মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক্, পক্ষিগণ! মনের যে এতাদৃশ অব্যবস্থিত স্বভাব, ইহা ত আমি পূর্ব্বে কদাচ অনুভব করিতে পারি নাই; যে মন শ্রবণাধীন হইয়া তাদৃশ ব্যস্তসমস্তে উপবনে গমন করিয়াছিল, তৎপ্রতি আর কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া কেবল নয়নের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ পক্ষী লক্ষ্য করিতেই নিযুক্ত হইয়াছিল, কাযেই নয়নদ্বয়ও সেই মনের তাদৃক দৌর্ব্বল্যানুভব করতঃ একেবারে স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হওয়াতে তৎকালে মন আর নয়নকে এক বিষয় হইতে বিসয়ান্তর করিতে কিছুতেই সমর্থ হইয়াছিল না। স্থূলতঃ যদুদ্দেশে তথায় গমন করিয়াছিলাম, সে সময়ে তাহার কিছুই উপলব্ধি হইল না। পক্ষিগণ আর সেরূপ সুললিত স্বরে গান করিতেছে না; সকলেই স্ব স্ব আহারান্বেসণে তৎপর হইয়া কেহ বা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছে; কেহ বা বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছে; কেহ বা ভূখণ্ড হইতে বৃক্ষারূঢ় হইতেছে; কেহ বা শাবকদিগকে আহার প্রদান করিতেছে; কাহারও পশ্চাৎ পশ্চাৎ শাবকগুলি আহারার্থী হইয়া চঞ্চু-পুট ব্যাদান পূর্ব্বক কলকল ধ্বনি করতঃ গমন করাতে মাতৃগণ অতিমাত্র ব্যাকুল-হৃদয়ে শ্যামল নব-দূর্ব্বা-ক্ষেত্রে কীটাদি অনুসন্ধান করিতেছে; কেহ বা গাত্র-কণ্ডূয়ন দ্বারা যামিনীকৃত সুষুপ্তির অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধাদি দূরীকৃত করিতেছে; কেহ বা পুচ্ছ বিস্তার করতঃ নৃত্য দ্বারা দর্শক-বৃন্দের মনঃ-প্রাণ হরণ করিতেছে; কেহ বা সঙ্কেত-ধ্বনি দ্বারা স্বীয় দয়িতকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্রে অধিবেশন করিতেছে; কেহ বা ক্ষুৎপ্রপীড়িত

হইয়াও কিছুমাত্র ভক্ষণ না করিয়া চঞ্চুপুটে আহার গ্রহণ পূর্ব্বক নীড়-স্থিত শাবকোদ্দেশে গমন করিতেছে ; কেহ বা ভার্য্যাকে বৃক্ষ-নীড়ে অণ্ডতাপে নিয়োগ করতঃ সুসত্বরে যথাকথঞ্চিৎ আহার করিয়া তন্নিকট গমন পুরঃসর তাহাকে অবসর প্রদান করিয়া আহারার্থ প্রেরণ করিতেছে ; কেহ বা পুষ্প-মধু-পানে মত্ত হইয়া শাখায় শাখায় পরিভ্রমণ করিতেছে ; কেহ বা অবগণ্ড শিশুসকল সঙ্গে করিয়া বৃক্ষ-কাণ্ডে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে উড্ডীন-প্রোড্ডীনাদির ক্রম শিক্ষা প্রদান করিতেছে ; কেহ বা মস্তক-স্থিত পক্ষগুলি বিস্তার পূর্ব্বক পুনরায় সঙ্কোচ করতঃ অন্যকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছে ; কেহ বা চঞ্চু দ্বারা শুষ্ক কাষ্ঠে আঘাত করিয়া কঠোর শব্দ উত্থিত করিতেছে ; কেহ বা ক্ষুদ্র শিশুদিগের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পদনখ কর্ত্তৃক মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক কীটাদি বহিষ্কৃত করতঃ ভক্ষণের উপদেশ প্রদান করিতেছে ; কেহ বা প্রিয়-মুখে মুখ সংলগ্ন করতঃ কামানল উদ্দীপন করিতেছে ; কেহ বা তদ্দর্শনে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় পত্নীর সদনে গমন করতঃ তাহার অনভিপ্রায়ে বিমর্ষ হইয়া অন্য দিকে গমন করিতেছে ; কেহ বা নিভৃত প্রদেশে গমন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করতঃ অন্যের অগোচরে সুসাবধানে স্ত্রীসঙ্গম করিয়া যেন বুদ্ধিজীবী মনুষ্যগণকে ধিক্কার প্রদান করিতেছে ; কেহ বা নভোমণ্ডলে গমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে আহারান্বেষণ করিতেছে ; কেহ বা আহারাবশিষ্ট বস্তু নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িত করিতেছে ; কেহ বা অন্যের মুখ-ভ্রষ্ট দ্রব্য লইয়া সত্বর পলায়ন করিতেছে ; কেহ বা আহারার্থে

যামিনী জাগরণ করিয়া অধুনা বৃক্ষ-শাখাবলম্বনে ঊৰ্দ্ধপদে সুখে নিদ্রা যাইতেছে; কেহ বা সূৰ্য্যালোক সহ্য করিতে না পারিয়া বৃক্ষ-কোটরে প্রবেশ পূৰ্ব্বক সঙ্গোপিত হইতেছে; কেহ বা চঞ্চু দ্বারা বিবিধ পত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু বহিষ্কৃত করতঃ তদ্দ্বারা বাস-গৃহ প্রস্তুতান্তে আশ্চর্য্য শিল্পী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে; কেহ বা বাসস্থান নির্ম্মাণানভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তুল্যরূপ-পক্ষিগৃহে সংগোপনে ডিম্ব প্রসব করিয়া পলায়ন করিতেছে; কেহ বা বারম্বার মস্তক ঘূর্ণন করতঃ ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার করিতেছে; কেহ বা মন্থর গতি দ্বারা উত্তমা কামিনীদিগকে সুগমন সুশিক্ষা দিতেছে; কেহ বা ছায়ার ন্যায় পতির পশ্চাৎ গমন করিয়া, সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূৰ্ব্বক, কুলটাদিগকে লজ্জা প্রদান করিতেছে; কেহ বা স্ত্রীসমীপে নৃত্য করতঃ অব্যক্ত শব্দ দ্বারা যেন রতি-কুশল বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতেছে; কেহ বা পিপাসাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়াও, সামান্য বারি পান না করিয়া ঊৰ্দ্ধমুখে বারিদ-সম্বোধনে নিরন্তর ক্রন্দন করিতেছে। কেহ বা কর্কশ স্বর প্রযুক্ত মনুষ্যগণ কৰ্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। মৃতভুক্ পক্ষীরা শব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া স্বন্ স্বন্ পক্ষ-ধ্বনি করতঃ তদ্দিকে ধাবিত হইতেছে। তদ্ধৰ্ম্মাবলম্বী বৃহৎকায় সুদীর্ঘ-চঞ্চু-বিশিষ্ট পক্ষিগণ অগ্রভাগ গ্রহণাশয়ে, পক্ষ বিস্তার পূৰ্ব্বক, বায়ুভরে দ্রুত গমন করিতেছে। সৰ্ব্বভুক্ পক্ষীরা সৰ্ব্বাগ্রেই পদ-নখ বিদ্ধ করতঃ কথঞ্চিৎ লইয়া গমন করিতেছে; কেহ কেহ বা স্বদল-সহিত শ্রেণী পূৰ্ব্বক, গগন-মার্গে

পরিভ্রমণান্তে ক্লান্ত-চিত্তে সমস্ত এক বৃক্ষে অধিরূঢ় হইয়া তৎবৃক্ষের শোভা সম্বর্দ্ধন করতঃ শ্রমাপনোদন করিতেছে। কোন দুরাচার পক্ষী অন্যের ডিম্ব ভক্ষণ নিমিত্ত গমন করিয়া, অকৃতকার্য্যে তাহাদের পদ-নখাঘাতে আহত হইয়া, শাখান্তরালে লুক্কায়িত হইতেছে। উদ্যানস্থ-সরোবর-তীরে মৎস্যজীবী পক্ষীরা কেহ কেহ শনৈঃ শনৈঃ পাদ বিক্ষেপণে মৎস্যান্বেষণ করিতেছে ; কেহ বা ঊর্দ্ধভাগে উড্ডীয়মান হইয়া মৎস্য লক্ষ্য করতঃ অধঃপতিত হইতেছে ; কেহ বা জল মগ্ন হইয়া মৎস্য ধারণ পূর্ব্বক, উন্নত-মস্তকে তাহা ভক্ষণ করিতেছে ; কেহ বা মৎস্য দর্শনে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক, ব্যাকুলতা নিবন্ধন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া, দুঃখিত হইতেছে। শুদ্ধশান্ত বিহঙ্গেরা শৈবালাদি ভক্ষণেই তৃপ্তি লাভ করিতেছে ; কেহ বা দলবদ্ধ হইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক, ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিতেছে। বিরহবিধুর চক্রবাক-মিথুন দিনমণির আগমনে সন্তুষ্ট হইয়া সঙ্গমচ্ছলে যেন প্রজ্বলিত কন্দর্পানল নির্ব্বাণ করিতেছে।

এবম্প্রকারে মন নিয়ত কাল বিশিষ্টরূপে নয়নের দর্শনলালসা চরিতার্থ করিতেছিল, ইত্যবসরে দিবাকর সুপ্রখর তেজোরাশি বিস্তার করিলে নয়নদ্বয় তজ্জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইল ; কিন্তু পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে কর্ণদ্বয়ের আশার সুসার না হওয়া প্রযুক্ত, মনকে পুনরায় অন্য দিকে গমন নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছিল, কিন্তু তৎসময় অন্যত্র গমন করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেনা, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া মৎপালিত তোমরা যে কয়েকটী অনুপম-গুণ-বিশিষ্ট সুদৃশ্য বিহগ পিঞ্জরে আবদ্ধ আছ, তদনু-

সন্ধান করতঃ শ্রবণের সহিত মন তোমাদের নিকট আগমন করিল ; আমিও তৎপশ্চাৎ ধীরে ধীরে আগমন করিয়াছি। ফলতঃ কর্ণ-যুগল যে আর কোন স্থলেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। যে হেতু তোমরাও এক্ষণে মধ্যাহ্ন-কৃত আহারাদি করিয়া বিশ্রাম-সুখানুভব করিতেছ।

হায়! দুরদৃষ্টগণের সুখরূপ কুসুম-কলিকা কদাচ প্রস্ফুটিত হয় না। আমি যে একাল পর্য্যন্ত আশা কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সংসাররূপ মায়া-কাননে পরিভ্রমণ করিলাম, কৈ? বাসনানুরূপ ফল ত কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলাম না। যাহা হউক্, কর্ম্মায়ত্ত ফলের নিমিত্ত অনুতাপ করিলে সুসার কি? পক্ষিগণ! যদ্যপি জগতে এমন কোন অত্যুৎকৃষ্ট অনুপম সুখাকর পদার্থ থাকে, তবে তাহা তোমরাই উপভোগ করিতেছ। তোমরা রূপ-সমষ্টি অপহরণ করিয়া, অঙ্গাভরণ করিয়াছ। তোমরাই দাম্পত্য-প্রেমের রসাস্বাদনে সক্ষম হইয়াছ। তোমরাই অরোগিতার আশ্চর্য্য সুখানুভব করিতেছ। তোমরাই স্বেচ্ছানুরূপ চরণ-ভ্রমণ করতঃ মনের তুষ্টি সাধন করিতেছ। তোমরাই জরার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, স্বাধীন-দেহে কাল কর্ত্তন করিতেছ। তোমরাই আহারার্থে পরের উপসর্পণা করিতেছ না। তোমরাই বাসস্থানের অভাব বলিয়া কাতর হইতেছ না। তোমরাই দাসত্ব-কার্য্যকে ইহ জন্মের সার্থকতা মনে করিতেছ না। তোমরাই পরাধীনতাকে জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপায় বলিয়া প্রতীতি কর না। তোমরাই স্বামী সত্ত্বে পর-পুরুষে উপরতা হইয়া, কামিনী-কুলে

কালিমা প্রদান করিতেছ না। তোমরাই আপন আপন সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া কদাচ পদার্পণ কর না। তোমরাই নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ভিন্ন পর খাদ্য বস্তুর প্রতি লালায়িত হইতেছ না। তোমরাই সমভাবে শীত, গ্রীষ্ম সহ্য করিতেছ। তোমরাই হিংসার বশবর্ত্তী না হইয়া, স্বচ্ছন্দ মনে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছ। তোমরাই অবলীলাক্রমে সন্তান-সন্ততি পরিরক্ষণ করিয়া থাক। তোমরাই পর-স্ত্রী দেখিয়া কদাচ কাতর হও না। তোমরাই অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মসুখানুসন্ধান করিতেছ না। তোমরাই সুরাদেবীর সেবা করিয়া মহাপাতকাদিতে লিপ্ত হইতেছ না। তোমরাই ব্যভিচাররূপ কলুষ স্রোত প্রবাহিত করিয়া পৃথিবী আপ্লাবিত করিতেছ না। তোমরাই সময়ানুসারে আহার বিহার করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতেছ। তোমরাই পরৈশ্বর্য্য-লোভে রক্ত-নদী দ্বারা ধরণীতল সিক্ত করিতেছ না। তোমরাই অসূয়া-শূন্য হইয়া, অনর্থক কলহ দ্বারা ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদাদি-দুঃখানুভব করিতেছ না। তোমরাই স্ত্রী-বশতাপন্নে কখন পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ হইতে বিমুখ হও না। তোমরাই ঈশ্বরকে নানাত্ব বলিয়া সন্দিগ্ধ-চিত্তে ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইতেছ না। তোমরাই সংখ্যাতীত কুকার্য্যাসক্ত হইয়া, সুপবিত্র দেহকে কলুষিত করিতেছ না; যদিচ আমরা ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা তোমাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকি, কিন্তু তাদৃশ বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইলে, আর সেরূপ অহঙ্কার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? বরং মনুষ্য হইতে তোমরাই ঈশ্বরের নিয়মানুসারে চরণ-

ভ্রমণ করতঃ তদাত্মা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেছ; সুতরাং তোমরাই যে, ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বাংশে নিষ্পাপী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আহা! পক্ষিগণ! ইতিপূর্ব্বে আমি তোমাদের এতাদৃশ গুণাদির বিষয় কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া, অনর্থক নিরুপম সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করতঃ অনবধানতা প্রযুক্ত তোমাদিগকে নানারূপ কষ্ট প্রদান করিয়া নিতান্তই অনুচিত কার্য্য করিয়াছি। যদ্যপি প্রাণাধিক স্নেহ দ্বারা সুস্বাদু বস্তু আহার করাইয়াছি; কি নিরন্তর তোমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি, তথাচ তোমরা স্বেচ্ছা-বিহীন মনে, নিয়ত কাল কারারুদ্ধ থাকিয়া, দাম্পত্য প্রেমাদি সমস্ত সুখেই এতাবৎকাল বিমুখ হইয়া, কালাতিপাত করিতেছ। যাহা হউক্, পক্ষিগণ! তোমাদিগকে আর অধিক কাল এরূপ দুঃখ সহ্য করিতে হইবেক না; অদ্য আমি যে সময়ে কাননস্থ বিহগ নিচয়ের অনুপম রূপ মাধুরীর পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম, তৎকালাবধি মদ্দেহ-ভগ্ন-পিঞ্জর স্থিত প্রাণরূপ শুক-শাবকটি বন্য পক্ষিদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া পলায়নের নিমিত্ত নিতান্তই আকুলিত হইতেছে; কিন্তু উহার ওরূপ আশা কদাচ সফল হওয়ার সম্ভব নাই; যেহেতুক তাহার যে দুটি গমনশীল পুণ্যরূপ পাখা ছিল, তাহা পাপরূপ কীট কর্ত্তৃক ছেদিত হইয়া, একরূপ উড্ডীন-শক্তি-রহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ যে, নভোমণ্ডলে নিরন্তর দুরাচার কালরূপ শ্যেনপক্ষীটি

পরিভ্রমণ করিতেছে, উহার হস্ত হইতেই বা কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে ? ফল, শুক যখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, পিঞ্জরের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করতঃ কেবল বহির্গমনের পথানুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন কোন সময় না কোন সময় যে, অবশ্যই পলায়নপর হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি ? সুতরাং আর তোমাদিগকে অযথা কষ্ট প্রদানের প্রয়োজন কি ? এই যে তোমাদের পিঞ্জরের দ্বার উন্মোচন করিলাম, এইত তোমাদের পদ-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছি ; অতএব এক্ষণ তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে স্বেচ্ছানুরূপ প্রদেশে গমন করতঃ সুখস্বচ্ছন্দে ক্রীড়া-কৌতুকাদি কর। আমিও এখন আসি ?

সু-পক্ষি-সু-স্বর, শুনয় সতত,
যে জন, নির্জ্জন বনে।

ছার ধন-জন, তাহার সদন,
আছয়ে, নিশ্চিন্ত মনে।

"বৃক্ষাদয়োপ্যমী সর্ব্বে,
লোকানাং হিতকারকাঃ।"

সর্ব্বদর্শক।

বৃক্ষগণ!
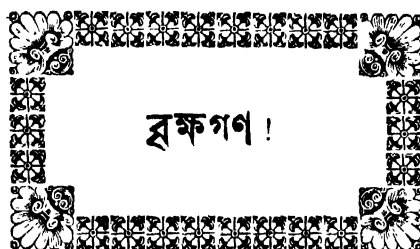
এতাবৎকাল আমার বিশ্বাস ছিল যে, তোমরা অচেতন পদার্থ। কিন্তু অদ্য তোমাদের এতাদৃশ ভাবাবলোকনে সচেতনরূপেই প্রতীতি হইতেছে। যে হেতু, আমি যে চির-বিদায় নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা তোমরা পূর্ব্বাহ্নেই যেন অনুমান করিয়া ক্রন্দনচ্ছলে অশ্রু-রূপ পত্র-কুসুম-স্থিত নিশির শিশিরগুলি বিসর্জ্জন করিতেছ। আহা! তোমরা কি কমনীয় অনুপম রূপ-রাশি বিস্তার করিয়া উদ্যানের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছ এবং পুষ্প-পরিমল দ্বারা কিরূপ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছে! চক্ষু যে এক দিক্ হইতে অন্য দিকে কোনরূপেই গমন করিতেছে না। বৃক্ষগণ! আমি তোমাদিগকেই পিতা মাতার ন্যায় জ্ঞান করতঃ সুপক্ক ফলাদি ভক্ষণ পূর্ব্বক দেহের পুষ্টি সাধন করিয়াছি; তোমাদিগকেই ভ্রাতা-ভগিনীর তুল্য

বোধ করিয়া নিরন্তর কল্যাণ সাধনে তৎপর হইয়াছি; তোমাদিগকেই অর্দ্ধাঙ্গিনী ভার্য্যা-স্বরূপা উপলব্ধি করতঃ তোমাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি; তোমাদিগকে অপত্যাদি অপেক্ষায় অধিক স্নেহ-নীর সিঞ্চনে নিয়ত কাল বর্দ্ধিত করিয়াছি; তোমরাই আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ধন। আমি কিরূপে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অসহ্য বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিব? কোন প্রকারেই যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না। এই যে আমার স্নেহপাত্রী অর্ব্বাচীনা মাধবী নববধূর ন্যায় স্বামি সুখানভিজ্ঞতা প্রযুক্ত আশ্রয়-ভ্রষ্টা হওয়ায় তাহার ভুজ স্বরূপ উন্নত লতাটী নিম্নভাগে দোলায়মান হইয়া ভূমিস্পর্শ করাতে বোধ হইতেছে যেন, বালিকা-স্বভাবের বশবর্ত্তীতে নখরূপ তদগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেছে। আবার ঐ যে তরুণী তরুলতাও রক্তাম্বর পরিধান পূর্ব্বক ভুজপাশে পতির গলদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক নিরন্তর হাস্য করিতেছে। আহা! এই রমণী-রত্ন-স্বরূপা পতি-ব্রতা বৎসা বছরার (বৎসরান্তে স্বীয় দয়িত বসন্তরাজের সমাগম কাল ভিন্ন) কদাচ অধর-দেশে আর হাস্য দর্শন করি নাই। এ কি! আমার অল্প-মতি স্বর্ণ-গোলাপের অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কলিকা যে, হীন-বংশোদ্ভূত-কীট-মুখ-চুম্বনে কলঙ্কিত হইয়াছে; কীটাধমের যে, কিছুমাত্র দয়ার লেশ নাই। আহা! বাছার মুখশ্রী যে একেবারে বিশ্রী হইয়াছে। রজনীগন্ধে! তোমাকে ধিক্; তুমি পরপুরুষ দর্শনে অধোবক্ত্রা না হইয়া কিরূপে আবার রবি-কর-স্পর্শে সুখানুভব করিয়া হাস্য করিতেছ? দূর হও! আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।

কামিনি! যামিনীতে নিরন্তর পতি-সহবাসেও কি তোমার সাধের নিবৃত্তি হয় নাই? অধুনা দিবাভাগেও যে আস্য-দেশে হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া কুলটার ন্যায় পরিচয় প্রদান করিতেছ। ছি! ক্ষান্ত হও। ওরূপ কুৎসিত ব্যবহার করা কি উচিত? হায়! বিষম হিমকরে নিপতিত হইয়া ভগ্নী রোজের রোজরোজই মলিনাবস্থা হইতেছে; উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে যে আর কদাচ বৎসার হাস্যাস্য দেখিতে পাইব না। কি আক্ষেপ! আমার সোহাগের পুত্তলী জহুরী যে দিন দিন সোহাগেই গলিয়া পড়িতেছে, স্বীয় বল্লভ নব-মেঘের সঙ্গম কাল ভিন্ন যে উহার কদাচই উন্নতাবস্থা দৃষ্ট হয় না; যাহা হউক্, সে সতীত্ব ধর্ম্ম উত্তমরূপেই প্রতিপালন করিতেছে। ঐ যে অদূরে রঙ্গণ ভৃঙ্গ সহ কতই রঙ্গ প্রকাশ করিতেছে। উহার পার্শ্বে যে প্রবীণা সেওতীও স্ব-স্বামীকে অকাতরে মধু প্রদান করিতেছে; কেবল নবীনা চামেলিই আমার ষট্পদকে আপদ্ জ্ঞান করতঃ ক্ষীণাঙ্গী; তৎস্পর্শ-ভয়েই যেন নিরন্তর প্রকম্পিত হইতেছে। আবার সচ্চরিত্রা সাধ্বী সূর্য্যমুখীও যে স্বীয় নাথ সূর্য্যের মুখাবলোকনেই বিকসিতাননা হইয়াছে। এ দিকে বৎস সুপুরুষ গন্ধরাজ সুপ্রখর রবি কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া মলিন হইতেছে; কিন্তু সে উচ্চ-কুলোদ্ভূত হইয়া ওরূপ অসহনীয় উত্তাপ কিরূপে সহ্য করিতে পারিবে? হায়! আমি এতক্ষণ প্রাণাধিকা স্বর্ণযূথিকার যে মুখাবলোকন করি নাই, সে ত একেবারে মৃতপ্রায় হইয়াছে। আহা! কোমলাঙ্গী আর কতক্ষণ কঠোর উত্তাপ

সহ্য করিতে পারে ? নির্ব্বোধ মালাকরগণের কি আর তাদৃশ বুদ্ধি-শক্তি আছে ? এইত ছায়া প্রদান করাতেই প্রিয়ার শুষ্কাননেও কথঞ্চিৎ হাস্যোদ্রেক হইল। কি আশ্চর্য্য ! বার-বধূর ন্যায় দিবারাত্র সমভাবেই যে বেলীরা অলিসহ কেলি করিতেছে। উহারা যে একেবারেই লজ্জা-শূন্যা হইয়াছে ; পতি-প্রেমানুরাগিণী হইলেও কি সময়-সঙ্কোচ করিতে হয় না ? আহা ! এই যে চির-দুঃখিনী নির্গন্ধা জবা আবার ধবাভাবে আজন্মই অপরিসীম অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। একটী অলিও ত উহার পথ দিয়া গমন করিতেছে না ; নির্গুণা স্ত্রীদিগের দশাইত ঐরূপ হইয়া থাকে, নতুবা দুর্গন্ধা গেঁদাও কেন পতি-সুখে বঞ্চিতা হইয়া নিয়ত কাল দুঃখ ভোগ করিবে ? এই যে প্রাণোপমা সুসুন্দরী সুভগা শুভ্রা যাতী অদ্য কৃষ্ণবর্ণ পতিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কেমন অনির্ব্বচনীয় শোভা-বিশিষ্টা হইয়াছে ; আবার লতা-মঞ্চেও যে, মধুমালতীর মধুপানার্থী মত্ত মধুপেরা গুণ্ গুণ্ শব্দ করতঃ পক্ষ-প্রকম্পিত বায়ু-সঞ্চালন দ্বারা পুষ্প-সমূহের সুকোমল দলগুলি মন্দ মন্দ কম্পিত করাইয়া কেমন শোভা বিস্তার করিতেছে ! হায় ! রসবিহীনা স্ত্রীগণ অনুপম-রূপ-বিশিষ্টা হইলেও কদাচ সুপুরু-ষের সমাদৃতা হয় না। এই যে আমার দুর্ভাগিনী কণ্টকা-কীর্ণা কেতকীর গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়া কেবল বাহ্যিক সুন্দররূপ ও সৌগন্ধে মোহিত হইয়া দূর হইতে অলিকুল আকুল-হৃদয়ে আগমনমাত্রই অধোবক্ত্রে গমন করিতেছে ; অথচ তাদৃশ সুগন্ধ-যুক্ত সুসুন্দরী না হইয়াও বৎসা চন্দ্র-

মল্লিকা নিয়ত কাল পীত বসন পরিধান পূর্ব্বক পতি-সোহাগিনী হইয়াই কালাতিপাত করিতেছে। আহা! বাৎসল্য-প্রেমের কি বশীকরণীয় শক্তি! অচেতন পদার্থও বুঝি উহা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু সন্ধ্যা দেবীর আগমন-সময়ে তৎসুতা সন্ধ্যামালতীগণ যে, প্রতিনিয়ত কতই হাস্য-কৌতুকাদি পূর্ব্বক তজ্জননীর স্নেহ সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ছি! অপরাজিতে! তুমি এতাদৃশ নীচানুরক্তা কেন? এমন সুনীল-বর্ণা হইয়াও কি নিমিত্ত সামান্য আশ্রয়কে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাক? ওরূপ স্বভাবাপন্না স্ত্রীগণ যে, কদাচ প্রশংসার পাত্রী হইতে পারে না। আহা! অতসী আমার অতিশয় গৌরাঙ্গী হইয়াও আজন্ম পতি-সুখে বঞ্চিতা হইয়াছে। যাহা হউক্, আর অনর্থক পুষ্প-বৃক্ষগুলি অবলোকন করিয়া, কেবল বৃথা নির্ব্বাণোন্মুখ স্নেহানল পুনরুদ্দীপন করি কেন?

এইত সমস্ত সাধের পরিশেষ হইল, অতএব সময় থাকিতে থাকিতে একবার অনুপম সুস্বাদু-ফল-প্রদ বিটপীগণকে দর্শন করিয়া ইহ জন্মের সুখ-সন্তোষ বিসর্জ্জন করতঃ গমন করি। আর কাল-বিলম্বের আবশ্যক নাই। এই যে শ্রেণীবদ্ধ চূতবৃক্ষগণের শাখা-প্রশাখা-সমূহ অপর্য্যাপ্ত ফল-ভরে অবনত হইয়া, দর্শক-বৃন্দের কেমন নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। বিবিধ-গুণ-বিশিষ্ট জনগণও এতাদৃক্ নত হইয়াই জন-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। কেবল আমিই যে, মূর্খতা-নিবন্ধন ঊর্দ্ধশাখ ছায়া-শূন্য অত্যুচ্চ তালবৃক্ষের ন্যায়, আপন উচ্চতা দর্শন নিমিত্ত নিরন্তর অহঙ্কার প্রকাশ

করিয়াছি। ফলতঃ যেমন অয়স্কান্তপ্রভৃতি মণিকে অন্ধকারে লুক্কায়িত করিলে, তজ্জ্যোতিঃ সংগোপিত থাকে না; সেইরূপ বাহ্যাড়ম্বর না করিলেও কি, গুণীগণের গুণ অপ্রকাশিত থাকে ? ববং এতদ্বিষয়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অদ্য ঐ জম্বুবৃক্ষদিগকেইত লক্ষ্য করিতেছি। যে হেতুক অধুনা সময়োপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত উহারা অদৃষ্টফল হইয়াছে বলিয়া কি, অফলারূপে সামান্য বৃক্ষে পরিগণিত হইবে ? ঈশ্বরত কেবল তত্তদ্বিষয়ের বিবেচনা-শক্তি প্রদান করিয়াই, মনুষ্যগণকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। সুতরাং মনুষ্যগণও সেই শক্ত্যনুযায়ী সামান্য পশ্বাদি হইতে মহত্ত্ব লাভ করিয়া, সমস্ত হিতাহিত কার্য্যের উপলব্ধি করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৎপ্রতি মনঃসংযোগ না করিয়া কেবল প্রত্যক্ষ ফলের প্রতি দৃষ্টি সংযোগ করতঃ কার্য্যারম্ভ করে, সে যে, অচিরেই অবসাদ-গ্রস্ত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? এই যে, সম্মুখস্থ সুবৃহৎ পনস পাদপগুলিতে কণ্টকাবৃত বহুসংখ্যক ফল দৃষ্ট হইতেছে, যদিচ ওসকল অত্যুৎকৃষ্ট বাহ্যিক শোভাকর বলিয়া, প্রতীতি না হউক্, অথচ অদূরে ঐ সহকার-বৃক্ষটিতে মহাকাল-লতা আশ্রয় পূর্ব্বক অপূর্ব্ব মনোহারী স্বর্ণবর্ণ ফলগুলি প্রসব করিয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভাবিশিষ্টা হইয়াছে; মহাত্মাগণ যে, এতদুভয়ের প্রকাশ্য অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল আভ্যন্তরিক বিষয়ের অনুশীলন করতঃই উত্তমাধম পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঈশ্বরদত্ত শক্তি কদাচ লুক্কায়িত থাকে না; কালে পরিণত হইলে, ঐ উভয় ফলই যে, আবার আপন আপন সৌরভ

বিস্তার করিয়া তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, তৎপ্রতি আর কিছুমাত্র আপত্তির সম্ভব নাই। হায়! আমি যে, এতক্ষণ তিনটিমাত্র বৃক্ষ দর্শন করিয়াই; অকারণে উন্মাদের ন্যায় নিজেই পূর্ব্বপক্ষ মীমাংসা করিতেছি। ঐ না আমার অতিশয় প্রিয়কর পিয়ারা বৃক্ষসকল অনুপম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, সারি সারি দণ্ডায়মান রহিয়াছে? উহাদিগকে যে আমি বহুদুর হইতে নিরতিশয় পরিশ্রমসহকারে আনয়ন করতঃ রোপণ করিয়া নিরন্তর বারি-সিঞ্চনে বর্দ্ধিত করিয়াছি। এই যে অধুনা ফলোৎপত্তির কাল হওয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল মুখে শুভ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া কেমন সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। যদিচ কালসাপেক্ষ বোধে দুরদৃষ্টের ফল ভোগের সম্ভব না থাকুক্, কিন্তু অন্য ব্যক্তি কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। এই না কণ্টকাকীর্ণ বিবিধ জম্বীরবৃক্ষগণ, কেহ বা পুষ্প, কেহ বা অপক্ক কেহ বা অর্দ্ধপক্ক, কেহ বা সুপক্ক ফল দ্বারা সুশোভিত হইয়া আছে? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সকণ্টক বৃক্ষ হইতেও কেমন সুফলের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

হায়! অধুনা সেই আর্য্য-বংশ-সম্ভূত বুদ্ধিবলে শ্বেত-পুরুষগণ বাষ্পপোতারোহণ করিয়া, অকুতোভয়ে গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান করতঃ অলঙ্ঘনীয় সমুদ্র পার হইয়া, ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন; সেই বুদ্ধিবলে, অত্যুচ্চ গিরিসকলে অক্লেশে গমনাগমন করিতেছেন; সেই বুদ্ধিবলে বাষ্পশকট দ্বারা দূরস্থ প্রদেশ সন্নিকট বোধ করাইতেছেন। সেই বুদ্ধিবলে, ব্যোম-যান দ্বারা নভোমণ্ডলে

বিহগগণের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। সেই বুদ্ধিবলে আশ্চর্য্য লৌহময় সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, বিস্ময় জন্মাইতেছেন, সেই বুদ্ধিবলে তাড়িত-বার্ত্তাবহ দ্বারা আমাদের নিকট যেন দেবতার ন্যায় পূজনীয় হইতেছেন ; সেই বুদ্ধিবলে গিরি-সকল ভেদ করিয়া সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত করতঃ অলৌকিকতা প্রদর্শন করাইতেছেন।

হায়! আমরা সেই শুভকরী বুদ্ধি হারাইয়া গুটিপোকার ন্যায় কেবল আত্মকৃত স্নেহ-সূত্র কর্ত্তৃক জড়িত হইয়া কলুষ কণ্টক দ্বারা পরমার্থ-পথ অবরোধ করতঃ আত্মজীবন ধ্বংস করিতেছি। বুদ্ধি ব্যতীত কোন কার্য্যই সফল হয় না। ঐ যে অদূরে দুর্ভাগা কাক-সকল সুপক্ক বিল্বফলের সৌগন্ধে মোহিত হইয়া ভক্ষণার্থ তন্নিকটে গমন পূর্ব্বক, কোন রূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া কেহ বা ভগ্ন-মনোরথে গমন করিতেছে ; কেহ বা তল্লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়াও বারম্বার চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতেছে। ফলতঃ ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ফল ব্যতীত ওরূপ উচ্চ আশা করিলে দুরদৃষ্টেরা ঐরূপ দুর্দ্দশাই উপভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের কোন বাসনাই সম্পন্ন হয় না। এই যে, আমি সুস্বাদু সুকোমল নারিকেল ফল ভক্ষণেচ্ছায় তদ্বৃক্ষগুলিকে এত যত্ন করিলাম, কৈ ? তাহারা এতাদৃশ বৰ্দ্ধিত হইয়াও যে ভাগ্যহেতু ফলবান্ হইল না। আবার গুবাক সকলও যে অপক্বাবস্থায় পড়িয়া গিয়াছে। আহা! ঐ যে উদ্যানের পার্শ্ববর্ত্তী দাড়িম্ব-বৃক্ষটীর কেমন আশ্চর্য্য মাধুর্য্যানুভব হইতেছে, কোন শাখায় কলিকা অৰ্দ্ধ-স্ফুটিত এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলির অধো-

দেশে ভাবী ফলোদ্গমের স্পষ্টীকৃত লক্ষণ অনুমান হইতেছে; কোন শাখায় যেন অপ্রাপ্তবয়স্কা অব্যবহার্য্যা বাল-বধূদিগের প্রথমোত্থিত পয়োধরের ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শ্যামবর্ণ দাড়িম্বসকল শোভা পাইতেছে; কোন শাখায় সুমধ্যমা সুসুন্দরী কামিনীর ঈষদুচ্চ সুগোল কুচ-যুগল যেন যুবক-মন হরণ করিয়া তদুভয়ে ফলরূপ ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষারূঢ় হইয়া অধোমুখে উভয়ে এক-বৃন্তে চুচুকাগ্র সংলগ্ন করতঃ লুক্কায়িত হইয়াছে; কোন শাখায় সুপক্ক দাড়িম্ব বিদারিত হইয়া, হট্টস্থিত প্রৌঢ়াবস্থাপন্ন ইতর বারাঙ্গনাদিগের নিরন্তর অন্ত্যজ-লম্পটগণ-বিমর্দ্দিত নখাঘাতাদিতে ক্ষত-বিক্ষত স্তনের ন্যায়, যেন অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোদনচ্ছলে মুখ ব্যাদানানন্তর দন্তগুলি দৃষ্ট করাইতেছে। এবম্প্রকারে এক বৃক্ষে বিবিধপ্রকার সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া যেন অন্যান্য বৃক্ষগণকে লজ্জা প্রদান করিতেছে; কিন্তু তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত বেদানা-তরু-সকলে যে একটীও পুষ্প-কলিকা দৃষ্টি হইতেছে না। কি আশ্চর্য্য! ঐ বৃহৎ বদরী-বৃক্ষ-সকল অদ্যাপিও তাদৃক্ ফলবান্ হইল না, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বদরীবৃক্ষটী অপর্য্যাপ্ত ফলভার সহ্য করিতে না পারিয়া, শাখাগুলি দ্বারা মৃত্তিকাশ্রয় করতঃ (কষ্টে সৃষ্টে যেন স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক,) কথঞ্চিৎ ভার-লাঘব জন্য সুপক্ক ফল প্রদান নিমিত্ত সুবায়ু-হিল্লোলে করপল্লব-স্বরূপ সুনব কিসলয় দ্বারা পথিকগণকে আহ্বান করিতেছে। মরি মরি! বৃক্ষটী কি অনির্ব্বচনীয় ভাবই বিকাশ করিয়াছে! দর্শন-লালসার যে, অবধি হইতেছে না। ঐ যে, আঙ্গুর লতাটী-

তেও অল্পমাত্র ফল-গুচ্ছ লক্ষ্য হইতেছে। কেবল শেয়ু-বৃক্ষগুলির অধিকাংশ শুষ্ক হইয়া, একটিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

এ কি! শরীর এরূপ হইল কেন? আর যে ভ্রমণ করিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, অবশিষ্ট বৃক্ষগুলিকে আর পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক্, কিঞ্চিৎ-কাল উপবেশন করি। না, ক্রমেই অবসন্ন হইলাম। বুঝি, এইতকই ভ্রমণের শেষ হইল। হায়! আমি নিরতিশয় পরিশ্রম-সহকারে স্বদেশ-বিদেশজাত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ফলবৃক্ষ দ্বারা উপবনটি পরিপূর্ণ করিয়াছি, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন সময়েই বাসনানুরূপ প্রচুর পরিমাণ উত্তম ফল প্রাপ্ত না হওয়াতে ভক্ষণ লালসার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলাম না এবং বন্ধুবান্ধবাদিকেও বিতরণ করিয়া, সাধের নিবৃত্তি হইল না। কেবল হতভাগ্যের ভাগ্য বশতঃ উদ্যান-পার্শ্বস্থ কদলী বৃক্ষ-সমূহই চিরদিন সমভাবে অপর্য্যাপ্ত ফল প্রদান করাতে, কেবল চিরনিরন্তর কদলীফলই ভক্ষণ করিলাম এবং প্রার্থীগণকেও অগত্যায় তৎফলমাত্রই প্রদান করিয়াছি; সুতরাং ইহ জন্মের দানানুসারে পর জন্মেও আবার কদলী-ফল প্রাপ্তির হেতু উদ্ভূত করিয়াই গমন করিতে হইল। আমার যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল। কিছুতেই সুসার হইল না। যাহা হউক্, বেলা প্রায় অব-সান হইল; অতঃপর নিশাগমে উদ্যানটি গাঢ়-তিমিরাবৃত হইলে এস্থানে অবস্থিতি করা নিতান্ত অসাধ্য হইবে, বিশেষ প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিবস বনফলমাত্র ভোজন

করিয়া ভ্রমণে এককালীন অবসন্ন হইয়াছি; অতএব এই-ক্ষণ গমন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। বৃক্ষগণ! এইত তোমাদের সহিত আমার শেষ দর্শন; ভবিষ্যতে যে তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব, সে আশার আর প্রত্যাশা রহিল না। অতএব তোমাদের ভাবী মঙ্গল-কামনা করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার ঈশ্বর হস্তে ন্যস্ত করিলাম; তোমরা কালে কালে এ নরাধমের নামোল্লেখ পূর্ব্বক জন সমূহের তুষ্টি-সাধনার্থ সুপ্রচুর ফল প্রসব করতঃ পরম সুখে কালাতিপাত করিও। আমি তবে এখন আসি?

সুদৃশ্য সুন্দর, পুষ্প-ফলবান্
বৃক্ষ-পূর্ণ সুউদ্যান;

পান্থ নিরখিলে, গন্তব্য ফেলি
ছায়াতে জুড়ায় প্রাণ॥

উপসংহার।

মাতঃ! জন্মভূমে? তুমি নিত্য ষোড়শী রত্ন-গর্ব্বা। তোমার অনুপম রূপে মোহিত হইয়া, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারি যুগেই যে কত শত বীর পুরুষ দর্প-সহকারে তোমাকে বশীভূতের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার আর সংখ্যা নাই; কিন্তু কেহই তৎকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, সকলেই ভগ্ন-মনোরথে কাল-সদনে গমন করিয়াছেন। অথচ তোমার রূপলাবণ্যের কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া, যুগ-চতুষ্টয়েই সমভাবে শোভা পাইতেছে। তজ্জন্য অদ্যাপিও তোমার প্রতি লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া সামান্য বীরগণও নিরন্তর রক্তনদী প্রবাহিত করিতেছে। হায়! কি ভ্রান্তি! যাঁহার প্রলোভনে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও যদুবংশ-প্রভৃতি ধ্বংস হইয়াছে, যখন শুম্ভ নিশুম্ভ আদি দুর্দ্ধর্ষ অসুরগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যখন বর্ণনাতীত অদ্ভুত-বল-বিশিষ্ট দুশ্চেষ্ট রাবণপ্রভৃতি রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, যখন আর্য্যবংশোদ্ভূত মহাবল-পরাক্রম শালী মহাবীরাদি নির্লোপ হইয়াছে, যখন প্রতাপবান্ যবনদিগের নিরন্তরিত দর্প চূর্ণীকৃত হইয়াছে, তখন আর অন্য রাজগণই বা কি সাহসে তোমাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন? জননি! বামনের চন্দ্র ধারণের ন্যায়, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায়, কালের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, অহঙ্কারপ্রভাবে অনে-

কেই অত্যল্প দিনের নিমিত্ত পৃথ্বী-পতি বলিয়া, আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তুমি যখন সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্ব-ব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বলোকপালক, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের প্রিয়া, তখন আর কাহার সাধ্য যে, তোমার সতীত্ব-ধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে পারে? তবে তুমি যে কেবল স্বীয় ভার লাঘব জন্যই মায়া দ্বারা প্রলোভিত করিয়া বীর-সকল বিনাশ করিতেছ, তৎপ্রতি কাহার প্রণিধান হইতেছে না। মা! যদিচ তুমি কাহার পাণি পীড়িতা হও নাই বটে, কিন্তু অন্য প্রকারে তোমাকে পীড়ন করিতে কেহই ত্রুটি করে নাই। রাজগণ অযথা তোমাকে হস্তগত করিবার মানসে আগমন করাতে তোমার বীর-চূড়ামণি পুত্রেরা সকলেই তন্নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়া, সমরানলে দগ্ধীভূত হইয়াছে। তাদৃশ বলবান্ পুত্র যে তোমার একটিও জীবিত নাই; তন্নিমিত্ত যে তুমি নিরন্তর কাল হাহাকার ধ্বনি করিতেছ। তোমার গর্ব্ভজাত রত্ন-স্বরূপ সেই বাদরায়ণ এবং বাল্মীকি প্রভৃতি অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন পুত্র, যাঁহাদের মুখ পদ্ম-বিনিঃসৃত বাক্যামৃত পান করিয়া অদ্যাপিও ত্রিলোক তৃপ্তি লাভ করিতেছে; তাঁহারাও যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, গমন করিয়াছেন। তদনন্তর কালীদাস ভবভূতি আদি যে কয়েকটী গুণাকর সন্তান ছিল, সে সকলও কাল-বশতাপন্ন হইয়াছে। অবশেষে গুণ-বিশিষ্ট কনিষ্ঠ জয়দেব ভারতচন্দ্র ও মাইকেল-নামক অত্যল্পমতি যে শিশুগুলি বর্ত্তমান ছিল, তাহাদিগকেও গমনশীল হইতে না হইতেই কালে গ্রাস করিল।

সুতরাং তুমি রত্ন-গর্ভা হইয়াও রত্নাকর পুত্রগণের বিচ্ছেদে শূন্য-হৃদয়া হইয়া, অনবরত কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ। জননি! বিধাতা বিমুখ হইলে এতাদৃশ দুর্গতিই হইয়া থাকে। নতুবা তুমি বিপুলৈশ্বর্য্যাধিকারিণী হইয়াও, কি নিমিত্ত সমস্ত পর-হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক, এরূপ কাঙ্গালিনীর অবস্থান্বিতা হইয়াছ? অধুনা তোমার নির্ব্বোধ সন্তানগণ যে, উদরান্নের জন্যেও দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইতেছে। মা! দীর্ঘ-জীবী হইলে বিবিধ প্রকারেই বিড়ম্বিত হয়। তুমিও যে একরূপ অমরত্ব লাভ করিয়াছ বলিয়াই সত্য হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত কতই না দুঃসহ দুঃখ-ভার বহন করিয়া আসিতেছ। তোমার সেই শান্ত, দান্ত, ইষ্ট, নিষ্ঠ, বিশিষ্ট, গুণবান্ ও রূপবান্ পুত্রগণকে হারাইয়া কতকগুলি হীনবল, নির্গুণ ও নির্ধন পুত্রের সহিত কালাতিপাত করিতেছ। তোমার সেই অনুপম-রূপ-বিশিষ্টা, শিষ্টা, পবিত্র-মানসা, পতিব্রতা, অদ্বিতীয়া, গুণবতী, সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি কন্যাসন্ততিকে বিসর্জ্জন করিয়া, অধুনা কুৎসিতা, কু-প্রবৃত্তি-শালিনী, অপরিণাম-দর্শিনী, সামান্যা কন্যা-সমূহে বেষ্টিতা হইয়া মধ্যে মধ্যে আবার তাহাদের কলঙ্ক-ধ্বনি শ্রবণে যে অসহ্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছ। ফল, ঈদৃশ কষ্টে নিপতিতা হইয়াও যে তুমি কিছুমাত্র অধৈর্য্যা না হইয়া অসাধারণ ধৈর্য্য-ধারণ-শক্তি অভ্যাস করিয়াছ, তজ্জন্যই বুঝি ঈশ্বর তোমাকে ধরিত্রী নাম প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক্, মা! নদীর স্রোতের ন্যায়, রমণীর যৌবনের ন্যায় এবং জীবের পরমায়ুর ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন সময় গত হইতেছে। বিশেষতঃ

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং" মহাজন কর্ত্তৃক এই যে চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যটী আছে, তাহার কদাচ অন্যথা হইবে না। তুমি ঈশ্বর-প্রাণা; তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ-পাত হইলেই সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া, পুনরায় অপর্য্যাপ্ত সুখ-সম্ভোগে সমর্থা হইবে।

জননি! এক্ষণে আপনার অধমাধম কু-সন্তান গললগ্নী-কৃতবাসে বদ্ধ-পাণি হইয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, বাল্যাবধি চতুর্থ কালতক জ্ঞানাজ্ঞানে তব গর্ভস্থ নিরীহ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি যে সন্তানগুলি বধ করিয়াছে এবং নিরন্তর মল-মূত্রাদিতে তব দেহকে যে অশুচি করিয়াছে, তদ্ভাব দোষ ক্ষমা পূর্ব্বক কুপুত্রের প্রতি কৃপাবলোকনে আশী-র্ব্বাদ করুন্ যেন, অন্তিম সময়ে সেই আদ্যন্ত মধ্যবিহীন, অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অশরীরী, অবাঙ্মনোগোচর, নির্গুণ, নির্ব্বি-কার, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, নিরঞ্জন, যিনি ইচ্ছানুসারে ত্রিগুণা-ত্মক হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে বিখ্যাত হইতেছেন, আবার গুণাতীত হইলেই, শুদ্ধসত্বচিৎস্বরূপ জ্যোতির্ম্মাত্র সু-প্রকাশিত হইয়া থাকেন, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে বারম্বার জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, যিনি পৃথিবীকে জলমগ্না করিয়া বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, দন্ত দ্বারা পুনরুত্থিত অভিনব বিশ্ব সৃজন করিয়া থাকেন, যিনি ক্ষীরোদ-সাগরে অনন্তকাল নিদ্রা-সুখানুভব করেন, তাঁহার চরণারবিন্দ-মকরন্দ পানার্থী হইয়া, পাপাত্মার প্রপঞ্চীকৃত দেহ হইতে প্রাণরূপ ষট্‌পদ যেন অচিরেই প্রয়াণ করে। মাতৃ-সান্নিধ্যে অধিক বাক্য ব্যয় অনুচিত; সুতরাং এখন আসি?

ভারত-মাতার, ভার-মাত্র হয়ে,
লভিয়ে জনম আমি।
ষড়্-রিপু-বশে, পাপ-পঙ্কে পড়ি,
হইনু নিরয়-গামী॥

হায়! কি করিনু, ফণিনী ধরিনু,
আপন নাশের তরে।
শক্র হাসাইনু, মণি না পাইনু,
পরাণে মরিনু পরে॥

সম্পূর্ণ।